ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 February, 2021 ■ আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১১ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরার মতই বাংলাকেও মুক্তি দেবেন প্রধানমন্ত্রী ঃ বিপ্লব দেব

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বামেদের হাত থেকে ত্রিপুরা-কে মুক্তি দিয়েছেন। এখন বাংলা-কেও তৃণমূলের হাত থেকে মুক্তি দেবেন। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত-এ পরিবর্তন যাত্রায় দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর মতে, ২০১৮ সালে ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে যে অভিব্যক্তি দেখেছিলাম বাংলাতেও একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি। পরিবর্তন হওয়া এখন কেবলই সময়ের অপেক্ষা।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়-কে বিতর্কে অংশ নেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাঁর খোলা চ্যালেঞ্জ, আমি দিদিকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে বিতর্কে বসুন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা থেকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম

পে স্কেল বা তাঁদের জন্য অন্যান্য পরিকল্পনা, সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন। কোনও কিছুতেই দিদি ত্রিপুরার উন্নয়নের সামনে ১০ মিনিট টিকতে পারবেন না, জোর গলায় বলেন বিপ্লব দেব। কারণ ত্রিপুরার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রয়েছেন, তাই সম্ভব হচ্ছে, দাবি করেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, বাংলাতেও পরিবর্তন নিশ্চিত। কিন্তু ভোট না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের না ঘুমিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

বিপ্লবের কথায়, এখন বাংলার মানুষের মুখে মুখে শুধু মুক্তির আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। তাই, তাঁরা বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর নাম জপ করছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপ্লব দেব একটা ফালতু লোক, বললেন সৌগত রায়

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রবর্তন যাত্রার সভা থেকে বিজেপি নেতা তথা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের উন্নয়ন ইস্যুতে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোয় ক্ষুব্ধ তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন,

"সময় এখনও এতটা খারাপ হয়নি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব দেবের সঙ্গে বিতর্কে বসবেন"

বিপ্লব দেব একটা ফালতু লোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব দেবের মত মানুষের সঙ্গে বিতর্কে বসতে যাবেন কেন!

মঙ্গলবারের বার উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের সভা থেকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। দিদির উদ্দেশে এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি দিদিকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমার সঙ্গে বিতর্কে বসুন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতাংশ থেকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল, তাঁদের জন্য অন্যান্য পরিকল্পনাগ্রহণ কিংবা সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন— কোনও কিছুতেই দিদি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সাথে বৈঠক পিছিয়ে, আজ খুমুলুঙে তিপ্রার সমাবেশ নিয়ে আইপিএফটিতে মতানৈক্য

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ত্রিপুরায় পাহাড় ভোটকে ঘিরে খুমুলুঙে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিয়েছে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি এবং রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণের দল তিপ্রা। ওই দুই দল যৌথ সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই আজ বিজেপি-র সাথে বৈঠক পিছিয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, কাল খুমুলুঙের সভাকে ঘিরে আজ আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মার বাসভবনে প্রদ্যুত দীর্ঘ সময় বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইএনপিটির সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খলও। তবে, বিজেপি-র সাথে বৈঠক বাতিল এবং খুমুলুঙের সমাবেশকে নিয়ে আইপিএফটি-তে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচনে আসন রফা নিয়ে জোট শরিক বিজেপি-র সাথে আইপিএফটি-র আজ সন্ধ্যায় বৈঠক নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ওই বৈঠক পিছিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। সমালোচকদের মতে, জোটধর্ম বজায় রাখার বদলে এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন সঙ্গী তিপ্রা-র সাথে সমাবেশকে আইপিএফটি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, বিজেপি-র আবেদনে সাড়া দিয়ে আসন রফায় না গিয়ে দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন এনসি দেববর্মারা। এতে দুই শাসক জোট শরিকের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই নির্বাচনি আবহে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিয়েছে।

আজ আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা জানিয়েছেন, আগামীকাল খুমুলুঙে বিশাল সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই সমাবেশে এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে নতুন জোট সঙ্গী তিপ্রা-ও অংশ নেবে। তিনি বলেন, কালকের সমাবেশকে ঘিরে আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ ভীষণ ব্যস্ত, তাই বিজেপি-র সাথে বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে অন্য কোনও তারিখে বৈঠকের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজেপি-র জনজাতি মোর্চা সভাপতি তথা সাংসদ রেবতীমোহন ত্রিপুরা বলেন, খুমুলুঙের সমাবেশের জন্য আইপিএফটি আমাদের সাথে বৈঠকের জন্য অন্য কোনও দিনের সময় চেয়েছে। তিনি জানান, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায়কে টেলিফোনে বৈঠক পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মঙ্গল দেববর্মা। তাই, আজ কোনও বৈঠক হচ্ছে না।

তবে বিজেপি-র সাথে বৈঠক বাতিল এবং তিপ্রা-র সাথে মিলে খুমুলুঙের সভাকে ঘিরে আইপিএফটি-তে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। তাতে স্পষ্ট, আইপিএফটি এই ইস্যুতে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। কারণ, দলের একটা অংশ চাইছেন না বিজেপি-র সাথে কোনওভাবেই দূরত্ব তৈরি হোক। তাতে, আখেরে দলের ক্ষতি তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে এবং তাঁরাও বুঝতে পারছেন।

সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত করার রায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অবশেষে হাসি ফুটল ত্রিপুরায় সর্বশিক্ষা অভিযান বর্তমান-এ সমগ্র শিক্ষা অভিযান-এ নিয়োজিত শিক্ষকদের মুখে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট আজ মঙ্গলবার তাঁদের নিয়মিতকরণের পক্ষে রায় দিয়েছে।

এ-বিষয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ জানিয়েছেন, সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের চাকরির পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে নিয়মিত বেতনক্রম প্রদানের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। শুধু তা-ই নয়, চাকরির ১০ বছর পর থেকে তাঁরা নিয়মিত সরকারি কর্মচারী হিসেবে মর্যাদা পাবেন। তাতে তাঁরা চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলিও পাবেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে সর্বশিক্ষার দুই শিক্ষক নিয়মিত বেতনক্রমের দাবিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেন। দুটি মামলা একত্রিত করে শুনানি শুরু হয়। আজ ওই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। পুরুষোত্তমবাবু বলেন, প্রাথমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে চার হাজারের অধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা সর্বশিক্ষা অভিযান-এর অন্তর্গত নিযুক্ত আছেন। তাঁদের নিয়মিতকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। আজ আদালত ত্রিপুরা সরকারকে সমস্ত সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত করার রায় ৬ মাসের মধ্যে কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে।

গুজরাটে পুর নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়

আমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুজরাটের পুর নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়। ৫৭৫ আসনের মধ্যে সাড়ে তিনশোরও বেশি আসন দখল করল বিজেপি । আগামী বছর গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিতে রাখবে বিজেপিকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিজেপির গড়ে প্রথমবার খাতা খুলল ওয়েইসির এআইএমআইম। কংগ্রেসের চেয়ে ভাল করেছে আপ।

গত রবিবার গুজরাটের ৬ পুরসভা মোট ৫৭৫ আসনে ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ভোট পড়েছিল ৪৬.০১ শতাংশ। কোভিড প্রোটোকল মেনে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় ভোটগণনা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিজেপির দখলে এসেছে ৩৬৫টি আসন। এর মধ্যে আহমেদাবাদ পুরসভার ১৯২টি আসনের মধ্যে গেরুয়া শিবিরের দখলে ৭২টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১২টি। উল্লেখযোগ্যভাবে এই পুরসভার জামালপুরের ৪টি আসনে জয় পেয়েছে ওয়েইসির দল। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সুরাট পুরসভার ১২০টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৯৩টি আসন। ভাদোদরার ৭৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৪৮টি এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৭টি আসন। রাজকোট পুরসভায় রয়েছে ৭২টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের দাবীতে টিলাবাজারে পথ অবরোধ করল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ঊনকোটি কৈলাসহর যুবরাজ নগর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের দাবিতে মঙ্গলবার টিলাবাজার বাবু বাজার রাস্তা অবরোধ করেছে ।রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

শহর এলাকার স্কুলগুলিতে উদ্বৃত্ত শিক্ষক এখনো রয়ে গেছে। অথচ গ্রাম পাহাড় সহ শহর এলাকার পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক এর অভাবে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাতে শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর যুব রাজনগর স্কুলেও শিক্ষকের অভাবে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। জানা যায় যে বরানগর স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা চার শতাধিক।। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র পাঁচজন। ৫ জন শিক্ষক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ লক্ষাধিক টাকার ফেন্সিডিল সহ মুঙ্গিয়াকামীতে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে মুঙ্গিয়াকামি বাজারে একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। লরি চালক ও সহ চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।নেশা সামগ্রী নিয়ে আসার সময় সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি বাজারে একটি লরি আটক করে পুলিশ ।সংবাদ সূত্রে জানা যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়ার ক কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে বহির রাজ্য থেকে পণ্য নিয়ে আসা একটি লরিতে করে প্রচুর পরিমাণ

ফেনসিডিল নিয়ে আসা হচ্ছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী বাজারে লরিটি আটক করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা এখন বিদ্যুতে উদ্বৃত্ত রাজ্য বাগমায় সাব স্টেশনের উদ্বোধন করে বললেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ভারত সরকারের দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় আজ বাগমায় ৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশনের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সাব স্টেশন উদ্বোধনের পর উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানান, ত্রিপুরা এখন বিদ্যুতে উদ্বৃত্ত রাজ্য। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সাব স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সাব স্টেশনের মাধ্যমে বাগমা বাজার, খামারবাড়ি, শালগড়া, বারভাইয়া, আঠারোভোলা, গর্জনমুড়া, খুপিলং, কড়িয়ামুড়া ইত্যাদি এলাকার প্রায় ৮ হাজার ৪৯০ পরিবার উপক’ত হবেন। এই সাব স্টেশন নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ভাবনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু ৩৯ তম আগরতলা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই ভাবনায় আগামী ২৬ ফেবয়ারি থেকে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলছে ৩৯ তম আগরতলা বইমেলা। চলবে ১১ মার্চ পর্যন্ত। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস একথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বইমেলার সাংস্কৃতিক উপকমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুবত চক্রবর্তী, মিডিয়া উপকমিটির সম্পাদক সঞ্জয় পাল, দপ্তরের সহঅধিকর্তা দেবাশিষ নাথ। সাংবাদিক সম্মেলনে অধিকর্তা শ্রীবিশ্বাস বলেন, ৩৯ তম আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মেলা প্রতিদিন বেলা ২.৩০টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত চলবে। ছুটির দিনগুলোতে মেলা চলবে বেলা ২টা মিনিট থেকে রাত্রি ৯টা ৩০ পর্যন্ত।

অধিকর্তা শ্রীবিশ্বাস জানান এবছর আগরতলা বইমেলায় মোট স্টল থাকবে ১৬২টি। এরমধ্যে বহির্রাজ্যের স্টল সংখ্যা ৬৬টি। বাংলাদেশের স্টল রয়েছে ১টি। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর, থিম প্যাভিলিয়ন, বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন, মিডিয়া সেন্টার, স্বাস্থ্য ও পর্যটন দপ্তরের স্টল থাকবে মেলা প্রাঙ্গণে। এবারের বইমেলাতে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি এবং স্টল ভাড়া নেওয়া হবে না। মেলার ১৪ দিনই দুপুর ১.৩০ থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত বিনামূল্যে শহরের বিভিন্ন স্টপেজ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) ২৮টি নির্বাচনী কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। জেলা পরিষদের নির্বাচন কমিশনারের সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৬৫,০৪১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৩৬,৫৪৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,২৮,৪৯০ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ৩ জন। ১-দামছড়া-জম্পই (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৫,৬১৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৮,১০২ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১৭,৫১৩ জন। ২-মাছমারা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,৬২০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একবিংশ শতাব্দীর ভারতের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বদলেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): একবিংশ শতাব্দীর ভারতের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বদলেছে, বদলেছে পরিস্থিতিও। মঙ্গলবার আইআইটি-খড়্গপুরের ৬৬ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আইআইটি খড়্গপুরের বিদ্যার্থীদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নিজের সামর্থ্য খুঁজে এগিয়ে যেতে হবে আপনাদের এবং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, নিঃস্বার্থতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই বলেছেন, 'আইআইটি খড়্গপুরের যে সমস্ত বিদ্যার্থীরা ডিগ্রি পাচ্ছেন, আজকের দিন শুধুমাত্র তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আজকের দিন নতুন ভারত নির্মাণের জন্য ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনাদের মধ্যে একটি অনন্য দক্ষতার বিকাশ ঘটে এবং তা হল প্যাটার্ন থেকে পেটেন্ট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জীবনের যেই পথে আপনারা এগিয়ে চলবেন, নিশ্চিতভাবে আপনাদের অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। এই রাস্তা সঠিক তো, ভুল নয় তো, ক্ষতি হবে না তো, সময় নষ্ট হবে না তো? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হল-সেলফ থ্রি। আত্ম-সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থতা। আপনাকে নিজের সামর্থ্য খুঁজে এগিয়ে যেতে হবে এবং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, নিঃস্বার্থতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।' সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীর ভারতের পরিস্থিতি বদলেছে, চাহিদাও বদলেছে এবং আকাঙ্ক্ষাও বদলেছে। এখন আইআইটি-কে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নয়, ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিজিনিয়াস টেকনোলজির বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ব্যর্থতা থেকে সমস্ত বিজ্ঞানী নতুন উপায় শিখেছেন, ব্যর্থতা সাফল্যের দিকে নতুন রাস্তা তৈরি করতে পারে।' আইআইটি খড়্গপুরের ৭৫টি নতুন আবিষ্কারকে সংগ্রহ করে, ভারতের স্বাধীনতা ৭৫ তম বছর উদযাপনের জন্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, এর ফলে আমাদের যুব সমাজ উৎসাহিত হবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩৫ ▫ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১১ ফাল্গুন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধির দায়

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির দায়টিও পূর্বতন সরকারগুলির ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলিলেন, সেই আমলের গাফিলতিতেই ভারতে পেট্রলিয়ামের ক্ষেত্রে আমদানি-নির্ভরতা কমে নাই। নচেৎ, মধ্যবিত্তকে আজ এই দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইত না। অর্থাৎ, দেশে পেট্রল-ডিজেলের খুচরা মূল্যবৃদ্ধির দায়টিকে তিনি সম্পূর্ণতই আন্তর্জাতিক বাজারের ঘাড়ে চালাইয়া দিতে চাহেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রধানমন্ত্রীর অন্য অনেক দাবির মতো এই দাবিটিতেও সত্যের ভাগ তুলনায় কম। সামান্য পাটিগণিতেই প্রধানমন্ত্রীর যুক্তির দুধ হইতে জল পৃথক করিয়া ফেলা সম্ভব। ২০১৪ সালের মে মাসে যখন মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্ব শেষ হইতেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে তখন এক ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রলিয়ামের দাম ছিল ১০৮ ডলারের কাছাকাছি। তখন এক ডলারের মূল্য ছিল ৫৯ টাকার সামান্য কম। অর্থাৎ, টাকার অঙ্কে এক ব্যারেল তেলের দাম ছিল ৬৪৭২ টাকার কাছাকাছি। বর্তমানে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলার, এবং এক ডলারের দাম ৭২ টাকা। অর্থাৎ, এখন এক ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রলিয়ামের দাম ৪৩২০ টাকা। সহজ অঙ্ক, মনমোহন সিংহের শেষ লগ্নের তুলনায় বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের মূল্য ৩২.২ শতাংশ কম। এখন দিল্লিতে এক লিটার পেট্রলের দাম প্রায় ৯০ টাকা। ২০১৪ সালের মে মাসে তাহা ছিল ৭১ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ, তেলের দাম বাড়িয়াছে ২৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন ৩২ শতাংশ দাম কমিল, তখন দেশের বাজারে ২৫ শতাংশ দাম বাড়িল কোন পূর্বসূরির পাপে, প্রধানমন্ত্রী সেই ধাঁধার উত্তর দেন নাই।

উত্তরটি অবশ্য সহজ দাম বাড়িয়াছে করের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে। দিল্লিতে এক লিটার পেট্রলের উপর কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি শুল্ক বাবদ আদায় করে ৩২.৯৮ টাকা, রাজ্য সরকার ভ্যাট বাবদ আদায় করে ১৯.৫৫ টাকা। অর্থাৎ, পেট্রলের যাহা বাজারমূল্য, তাহার প্রায় ৫৫ শতাংশ কর হিসাবে যায়। ২০২০ সালের মার্চ মাসের তুলনায় বর্তমানে পেট্রলের বাজারদর ১৭ টাকারও অধিক বেশি। তখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম তলানিতে ঠেকিয়াছিল বলিয়া সরকার তেলের উপর শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল বাজারে তেলের দাম বাড়িবার পরও তাহা কমাইয়া উঠিতে পারে নাই। জওহরলাল নেহরু বা অটলবিহারী বাজপেয়ী নহেন, এমনকি মনমোহন সিংহও নহেন পেট্রল-ডিজেলের ক্রমবর্ধমান দামের জন্য যদি কাহারও সরকারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে হয়, তবে সেই প্রধানমন্ত্রীর নাম নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী যতই অস্বীকার করুন, অন্যের ঘাড়ে দায় চাপান, সত্যটি বদলায় না।

তেলের উপর বর্ধিত হারে কর আদায় করা কি ন্যায্য সিদ্ধান্ত? পরিবেশের উপর পেট্রলিয়ামের নেতিবাচক প্রভাব, এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিবহণেই পেট্রলের ব্যবহারের কথা মাথায় রাখিলে এই বর্ধিত করের যুক্তি পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ডিজেল যে হেতু গণপরিবহণে এবং পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইলে সরাসরি সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। যেখানে অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে নমনীয় আর্থিক নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে, সেখানে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা এমনিতেই প্রবল। তাহার উপর ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি বিপদ বাড়াইবে। অন্য দিকে, পেট্রলের উপর সেস চাপাইয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ইহাও যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধর্মের বিরোধী। অর্থব্যবস্থার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার কারণে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এমনিতে কম। পেট্রলিয়ামের উপর রাজস্ব বাড়াইয়া সরকার সেই ঘাটতি পূরণ করিতে চাহিতে পারে। কিন্তু, সেই সত্যটি স্বীকার করিবার সাহস না থাকা অতি লজ্জার।

তেলের উপর বর্ধিত হারে কর আদায় করা কি ন্যায্য সিদ্ধান্ত? পরিবেশের উপর পেট্রলিয়ামের নেতিবাচক প্রভাব, এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিবহণেই পেট্রলের ব্যবহারের কথা মাথায় রাখিলে এই বর্ধিত করের যুক্তি পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ডিজেল যে হেতু গণপরিবহণে এবং পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইলে সরাসরি সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। যেখানে অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে নমনীয় আর্থিক নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে, সেখানে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা এমনিতেই প্রবল। তাহার উপর ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি বিপদ বাড়াইবে। অন্য দিকে, পেট্রলের উপর সেস চাপাইয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। ইহাও যুক্তরাষ্ট্রীয়তার ধর্মের বিরোধী। অর্থব্যবস্থার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার কারণে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এমনিতে কম। পেট্রলিয়ামের উপর রাজস্ব বাড়াইয়া সরকার সেই ঘাটতি পূরণ করিতে চাহিতে পারে। কিন্তু, সেই সত্যটি স্বীকার করিবার সাহস না থাকা অতি লজ্জার।

নেতাজির ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা শিলচরে

শিলচর (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজনের অঙ্গ হিসেবে আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার নেতাজির 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হয়েছে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে। সকাল নয়টায় 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী'র উন্মোচন করেন সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দিলীপ কুমার দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষ উদযাপন সমিতি কাছাড়েএর সহ-সভাপতি শিহাব উদ্দিন আহমেদ। 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী'র উন্মোচনের আগে বক্তব্য পেশ করেন সমিতির সম্পাদক সুব্রতচন্দ্র নাথ। তিনি উদ্দেশ্য ব্যখা করে বলেন, নেতাজির জীবন ও সংগ্রামের ইতিহাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উন্মোচক দিলীপ কুমার দে বলেন, বর্তমানে দেশে যেভাবে ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে, সেই প্রেক্ষিতে নেতাজির চিন্তা-চর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া খুবই জরুরি। নেতাজির জীবন ও সংগ্রামের ইতিহাসচর্চার প্রাসঙ্গিকতা আজ খুবই প্রয়োজন। 'উদ্ধৃতি প্রদর্শনী' কার্যসূচিতে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহ-সভাপতি পরিতোষচন্দ্র দত্ত, দীপঙ্কর চন্দ, সহ-সম্পাদক তমোজিত সাহা, রাহুল রায়, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অমিত সিকিদার, অজয় রায়, ভবতোষ চক্রবর্তী, হিল্লোল ভট্টাচার্য, বিজিত কুমার সিংহ, গৌরচন্দ্র দাস, পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।
হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত যাদবপুর থানা

কলকাতা,২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে সংক্রমন এড়াতে জীবাণুমুক্ত যাদবপুর থানা। একদিকে করোনা তারই মাঝে আতঙ্ক দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে করোনার নতুন স্ট্রেন। কিন্তু করোনা আতঙ্কের মাঝেই শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ।চিকিৎসকদের তরফে বারবারই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে মাস্ক ব্যবহার করতে জীবাণুমুক্ত করতে বলা হচ্ছে। আর তাই সেই সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে শীত বিদায় নিয়ে আসতে চলেছে গরম। কিন্তু এখনও শহরে রাজ করছে করোনা। আর তাই সংক্রমন এড়াতে এদিনজীবাণুমুক্ত যাদবপুর থানা।

স্বভূমে ভারতীয়রা পরাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে চলেছে

দুলাল ঘোষ

বর্তমান সরকার পূর্বের ইউ পি এ সরকারের মনমোহনজী বিশ্বায়ণ বা অবাধ বাণিজ্যের যাত্রা শুরু করেছিলেন বর্তমান মোদি সরকার তাদেরই পথ অনুসরণ করে দেশকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। শুধুনিজ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য এই পথ বেছে নিচ্ছেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বৃদ্ধি ও বেকারত্ব যখন হু হু করে বাড়ছিল মানুষের মধ্যে হতাশা চরম আকার ধারণ করে তৎসঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল হতে থাকে তখন লোকসভা নির্বাচনে মোদিজী বছরে দুই কোটি লোকরে চাকরী দেবে এবং বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করবে। উদ্ধারকৃত টাকা গরিব জনতাকে দেওয়া হবে। আচ্ছা দিনের উপহার দেবে এই সব অভাবনীয় চমক পেয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে মোদিজী দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু মোদিজী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুমাথনজী মোদিজীকে বিগত সরকারের দেওয়া ঋণ প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি বকেয়া টাকা উদ্ধার করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরামর্শ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পদ থেকে সরে যান দেশের স্বার্থে। উপরন্ত ঋণ গ্রহীতা বড়বড় কোম্পানীর কর্ণধাররা যেমন বিজয় মালিয়া। নীরব মোদির মত বড় বড় শিল্পপতিরা সরকারের জগত সারেই হোক আর অজ্ঞাত সারেই হোক হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। শুধু তাই নয় সার্জিকেল স্ট্রাইকের ও বহিঃ শত্রুদের হাতে কালো টাকা থাকায় তারা সেই অর্থ দিয়ে কাশ্মীর সীমান্তে অশান্তি বাড়াচ্ছে এই অজুহাতে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে দেশের বড় নোটের টাকা বাতিল করে দিলে হঠাৎ দেশের অর্থনীতি যেমন স্তব্দ হয়ে পড়ে তেমনি সাধারণমানুষ ডেইলি লেবার, গবির জনতা যারা ব্যাঙ্কের দরজায় কোনদিন যায়নি এমন অসহায় মানুষ ভীষণ বিপাকে পড়ে অনেকে অত্মহত্যা করে। সরকার বিভিন্ন ভাষণে সাধারণ মানুষদের বুঝাতে থাকে আমির কা দিন শেষ এবার গরিবকা দিন এসেছে। আবার অনেকেই নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে না রাখতে সেই টাকাও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কেটে নেয়। শেষ পর্যন্ত সরকারের তথ্য অনুসারে জানা যায় প্রায় বেশির ভাগ টাকাই উদ্ধার হয়। এতদিন যে দেশবাসীরা জানত বিদেশে কালোটাকা গইচ্ছত আছে সুইস ব্যাঙ্কে। অর্থাৎ নোট বন্দীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন বেশির ভাগ টাকা যখন উদ্ধার হয়ে গেছে সুইস ব্যাঙ্কের কালো টাকার স্বপ্ন চুপসে গেছে। বরং কালো টাকা উদ্ধারের নামে সাধারণ মানুষের মেয়ের বিয়ের জন্য, ভবিষ্যতের কোন বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিলে তিলে জমানো টাকা বের হয়ে গেল।

শুধু এখানেই নয় জি ডি পি চালু হওয়ার পর সরকারের আয় বেড়েছে কিন্তু ছোট ছোট দোকান পাট আয়েরচাইতে ব্যায়ের বহর দেখে অনেকে দোকাটাপ বন্ধ করে দেয়। অনেকে আবার কাগজপত্রের অহেতুক ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য ব্যাবসার পরিসর ছোট করে কমচারী ছাঁটাই করে দেয়। অখত দেখা গেল সরকার দুই কোটি লোকের চাকরী দেবে বছরে সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেলেন। এরপর দেখা গেল ভারতীয় রেলে দুই লাখ লোকের চাকরী দেবে বিজ্ঞাপন দিলে প্রায় দেড়/দুই কোটি বেকার চাকরীর জন্য আবেদন করে। চাকরীর ইন্টারভিওর জন্য বিভিন্ন দূরদূরান্তে গিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ইন্টারভিও দিয়ে আসে আজ ২/৩ বছর আগে এখনও চাকরি জুটেনি। অছা দিনের গল্প শোনাতে শোনাতে তিন তালাক, সার্জিকেল স্ট্রাইক পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে আবারও মোদি সরকার বেহাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার ও কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে ২০১৯ সালে। ক্ষমতায় এসে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ঘটিয়ে এবং অযোধ্যায় রামমন্দ্রি পুনঃ প্রতিষ্ঠীর সুপ্রিম কোটের রায়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি এবং নির্বাচনি খরচে আরো বেহাল হয়ে পড়ে জোড়াতালি দিয়ে। এল আই সি-র মত লাভজন সংস্থায় বিলগ্নী করণ করে রেল বাজেট, শিক্ষা বাজেট কমিয়ে লোকসভায় বাজেট পেশ করে। সেই অবস্থায় দেশে করোনাতংকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের। যারা সরকারি আমলা আছে তাদের আয়ে ভাঁটা না পড়লেও দেশের সাধারণ মানুষ খুবই বেহাল অবস্থায় আছে।

গত ২০২০ সালের বাজেটে অর্থের ঘাটতি দেখিয়ে রেলে যেমন নয় হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ ২০১৯ সালের বাজেটের চাইতে কমিয়ে দিয়ে ব্য সংকোচন করে সরকার। অথচ সরকার করোনা কালেও যাদের আয় ঘটায় ৯০ কোটি টাকা। এমন সব শিল্পপতিদের দুই লক্ষ পনেরো হাজার কোটি টাকার আয়কর ছাড় দেয় আমজনতার চুষে নেওয়া অর্থ। আর তাদের কাছেই সরকার সাধারণ মানুষদের গত জমানা থেকে বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন দেখিয়ে ভারতের লাভজনক এবং সাধারণ মানুষের চলার সঙ্গী স্বপ্নের রেলের দূরপাল্লার লাভজনক রেলগুলিকে করোনার আগেই কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেয় ৩৫ বছরের জন্য। শুধু তাই নয় এই সকল রেলের ভাড়া নির্ধারণে সরকারের কোন ভূমিকা থাকবে না উন্নত পরিসেবার চমক দেখিয়ে যাত্রী সাধারণের পকেট কাটবে। আর করোনার সুযোগ নিয়ে পুরাতন রেলগুলিকে নতুন রঙে রাঙিয়ে এবং রেল প্ল্যাটফর্মে উন্নত মানের হোটেল রেস্তোরা, শপিংমল, সিনেমা হল বানিয়ে যাত্রীদের পকেট খালি করবার পথ সুগম করে দিচ্ছে। শুধু কি রেল দিয়েছে না। লাভজনক বিমানদপ্তর গুলিও কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিয়ে দিয়েছে। যা আগামীদিনে সাধারণ মানুষদের চরম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়ে। সবকা সাথে সবকা বিকাশের স্বপ্ন দেখিয়ে জিও কোম্পামী ফ্রীতে নেট পরিষেবা দিয়ে বছর খানেকের মধ্যেই সরকারের জ্ঞাত সারে বি এস এন এলের লালবাতি ধরিয়ে দিয়েছে। এক বছর বাদেই ফ্রী পরিষেবা হয়ে গেল সুদে আসলে নেওয়ার পলিশি। যেখানে আগে সাধারণ মানুষ দশা টাকা দিয়ে রিচার্জ করতে পারত তা হয়ে গেল ৫০ টাকা। অর্থাৎ সব কিছুই চমক দিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। করোনার অনেক আগেই যখন দেশের গুটিকয়েক বড় বড় শিল্পপতি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল বিদেশে তখন মোদিজী কয়েকরার বিদেশ সফর করেও সেই টাকা উদ্ধারের ব্যাবস্থা না করে করোনাকালে তাদের টাকা মুকব করে দিয়ে আমজনতার টাকা । শেষ পর্যন্ত ঋণ জালে ফেঁসে গিয়ে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যাবস্থা যখন লাটে তখন ব্যাঙ্ক ব্যাবহাকে বাচিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে অন্য ব্যাঙ্কের সাথে মিলিয়ে দিয়ে একদিকে কর্মী নিয়োগ থেকে যেমন বাঁচে তেমনি ব্যাঙ্ক ব্যাবস্থাকে ধরে রাখে । কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থা উঠে যায় এই ভেবে আমার টাকা সুরক্ষিত থাকবে কি?

নোটবন্দীর মতই আচমকা করোনার জন্য মধ্য প্রদেশে কংগ্রেস সরকার হঠিয়ে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করে মার্চ মাসের শেষান্তে যখন ব্যাবসায়কি লেনদেন হয় এবং বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষা চলছে ঠিক সেই অবস্থায় করোনা সবে শুরু হতে চলেছে। এমতাবস্থায় নোটবন্দীর মতই সাধাণর মানুষের অবস্থা বেহাল হয়ে উঠে। রেশনে চাল, ডাল সরবরাহ করে সাময়িক স্বস্থি দিলেও লাখে লাখে পরিযায়ী শ্রমিক যখন কলকারখানা অফিস দোকান পাট বন্ধ করে দিলে বহু মানুষ মৃত্যু মুখে পড়ে। মানুষ হয়ে পড়ে দিশেহারা। বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত। শ্রমিক কৃষক ও বেকারের দল। আর তখনই দেশের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। ঠিক সেই মুহূর্তে চিন ভারতের যুদ্ধের দামামা খরের অশান্তিকে শান্ত করে। করোনাকালে শিল্পজাত দ্রব্যের চাইতে কৃষি পণ্যের জিনিসের চাহিদা ব্যাপক ভাবে দেখা দিলে কর্পোরেটদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে কৃষিজাত পণ্যের দিকে। সরকার আমজনতাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য। খুশি করার জন্য স্কুল কলেজ কিছু কিছু অফিস কাছারী বন্দ রেখে মদের অবাধ লাইসেন্স দিয়ে মদের কাউন্টার ব্যাপক ভাবে খুলে দেয়। আর দেশের হতাশা গ্রস্থ যুব শক্তি মদের ফোয়ারায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে দুঃখ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি চায়।

আর এদিকে সরকার কর্পোরেটদের হাতে কৃষি ব্যবস্থাকে পুরনো খোলসের হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য কৃষক কূলকে তড়িঘড়ি করে লকডাউনের মধ্যে এমন সব আইন পাশ করলেন যা কৃষকদেরকে গভীর দুঃশ্চিন্তয়ে ফেলে দিয়েছে। যে ছয়টি কর্পোরেট কোম্পানীর হাতে কৃষিবাজারকে তুলে দিতে চাইছে তাদের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ বা আইনী প্রক্রিয়া করণে ব্যাবস্থাও কৃষকদের হাতে দেখবেনা। আদানি গোষ্ঠী গুজরাটে লাভজনক পণ্য হিসেবে যেমন সোয়াবিন চাষে অধিকতর আগ্রহী। কারণ এক সোয়াবিন থেকে যেমন রিফাইন্ড তেল পাওয়া যায় তেমনি পনির, দুধ। সোয়াবিন পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর্পোরেটদের কাছে যা লাভজনক নীল চাষের মত সেই অবস্থা ফিরে আশংকার ভয়ে কৃষক কূল কৃষি অধীনের বিরোধীতায় নেমেছে। প্রশ্ন উঠেছে কি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল লকডাউনের মধ্যেই কৃষি বিল নিজেদের ক্ষমতার জোরে পাশ করে নিল। যেখানে কৃষকদের স্বার্থেকে উপেক্ষা করে কর্পোরেটদের স্বার্থকেই শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকারের উপর দেশের আমজনতার আস্থা কমে যাচ্ছে, বিশ্বাস কমে যাচ্ছে এই কারণে কথার সাথে বাস্তবের মিল নেই। যেখানে কোটি কোটি মানুষের কমসংস্থানের কথা বলেছিল বরং সেখানে চাকরী হওয়া দূরের কথা বরং কর্মী ছাঁটাইয়ের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। জিরো ব্যালীন্সে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কথা বলে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়েকটি ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দিয়ে লাখ লাখ বেকারের চাকরীর পথ বন্ধ করে দিল। বি এস এন এল -কে অন্তর্জলির পথে ঠেলে দিয়ে মোবাইলের জগতকে কর্পোরেদের হাতে তুলে দিল। তেইশটি মত সরকারি সংস্থাকে কর্পোরেটদের হাতে সস্তায় তুলে দিল করোনা মহামারীর সময়। মোদি সরকার যেমন বলে ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমবে। অথচ কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমজনতার দাবিকে উপেক্ষা করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও যেখানে পেট্রোল ডিজেলের দাম কম সেখানে ভারতে একশো টাকা ছুঁই ছুঁই অবস্থা। দেশ যখন করোনা আবহে নিমজ্জিত তখন দেশেণ মানুষকে মেইক ইন্ডিয়ার গল্প থেকে সরে এসে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা কতটুকু কাজে আসবে তা ভবিষ্যতই বলবে। আবার সরকার লোকাল যার ভোখাল শ্লোগান দিয়ে বহিঃরাজ্যে কমসংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিপুত্র আইন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি চাকরির পথও সংকুচিত হয়ে গেল। অর্থাৎ সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ হবার পথে যা চাকরি হবে বেসরকারি সংস্থা তথা কর্পোরেট দুনিয়ায়। সরকারি সংস্থা গুলি কর্পোরেটদের হাতে চলে গেছে। আর কর্পোরেট সংস্থা গুলি মানুষের চাইতে যান্ত্রিক জিনিস ব্যাবহার করে শত শত মানুষের কর্মসংস্থান রুখে দেবে। কর্পোরেটদের কাছে দেশের স্বার্থ গৌণ। তারা দেশের নেতাদের অর্থ দিয়ে বশ করে রাখে। আজ একশো কুড়ি কোটি মানুষের কাছে যে সম্পদ নেই গুটিকয়েক কর্পোরেটদের হাতে সেই সম্পদ কুক্ষিগত। দেশের ঘনিজ সম্পদ কাঁচামাল, ব্যাঙ্কব্যাবস্থা, বীমা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সহায়ক শিল্প, ঔষধ বিমান রেল, জাহাজ যা কিছু কিছু আছে সব কিছু রাজনৈতিক নেতাদের কারণে তাদের কাছে কুক্ষিগত। যাদের একটি অংশ ইংরেজদের তাবেদারি করত তারাই স্বাধীন ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায় ভারতের রাজনৈতিক চালিকা শক্তি হতে চলেছে। আর তাদের যেহেতু লক্ষ্য জনগণকে বিজ্ঞাপণের মোড়কে চমক দিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান বেকাররা সরকারি চাকরির পথ কমে যাওয়াতে কর্পোরে

সংস্থা ও বেসরকারি কারখনায় ১০/১২ ঘণ্টা পারিশ্রমিক স্বল্প বেতনে নিজেকেও পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চাকরি করতে বাধ্য হবে। মেধা সম্পন্ন বেকাররা। সেখানে থাকবে না চাকরির নিশ্চেয়তা। কারণ বক্সে খুশি রাখতে পারলেই চাকরি থাকবে। আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারও আপনার হাতে থাকবে না। কোটি কোটি মানুষ যখন বেকার তখন চাকরি সন্ধানে বেকাররা ভাষাগত সাংস্কৃতিক শোষণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীন ভারতে কর্পোরেটদের মন খুশি করে গোলামী জীবন কাটাতে বাধ্য হবে দেশবাসী এবং এই দিনে আপনার কাছে সমাজগত। আর তা থেকে বাঁচতে গেলে প্রাউট দর্শন জানার দরকার আছে।

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'

সুকমল দালাল

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। রক্তের বিনিময়ে নিজেদের ভাষাকে রক্ষার জন্য যাঁরা আত্মত্যাগ করেছিনে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন। কেবল শ্রদ্ধা নিবেদন নয় সেই সঙ্গে প্রত্যেকর নিজ নিজ মাতৃভাষাকে গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে ভালোবেসে অঙ্গীকার করার দিন আজ। এই ভাষা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৫২ সালে আজকের দিনে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের ঢাকায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবীতে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বহু ছাত্র, যুবক সাধারণ মানুষ। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই আন্দোলনের মধ্যে বাঙালি জাতির গৌরবের এক অন্য প্রতীক সুপ্ত ছিল। মাতৃভাষাকে তথা আপন মুখের ভাষাকে বাঁচানোর লড়াই বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলন চূড়ান্ত ভাবে রূপায়িত হলেও এর বীজ রোপন করা হয়েছিল অনেক আগেই।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান অধিরাজ্য ও ভারত অধিরাজ্য নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে উত্থান হয়। পাকিস্তানের দুটি অংশে বিভক্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য বিরাজমান ছিল। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান অধিরাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক ভাবে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ তারা সকলে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনকে সর্বতোভাবে দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে সমগ্র ঢাকা শহর জুড়ে মিছিল, সমাবেশ বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই আদেশ অমান্য করে বহু সংখ্যক ছাত্র যুবক প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। মিছিলটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিকটে এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি বর্ষণ করে।

গুলিতে নিহত হন বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক, তেজেদীপ্ত তরুণ সালাম , এ এ ক্লাসের ছাত্র বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ আরও অনেকে। অছাড়া ১৭ জন ছাত্র যুবক আহত হয়। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলারয় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আহুন দাউ দাই করে জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতলা পালন করে এবং সভা শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিয়াল এবং এক কিশোর। ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। এ নির্লজ্জ, পাশকিক, পুলিশ হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে সেদিনই পদত্যাগ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহিদ মিনার যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুদ কালাম শামসুদ্দীন।

ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলনে, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে যা বৈশ্বিক পর্যায়ে সাংবর্ষিকভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়।

উপমহাদেশে মাতৃভাষা রক্ষার দাবীতে আন্দোলন আগেও হয়েছে। যেমন ১৯৩৭ সালে চক্রবর্তী রাজ্য গোপাল চারী মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে হিন্দি শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদ একসময় ইভি রামস্বামী পেরিয়ারের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলন। সেই সময় দুইজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে অসমের কাছাড়ে ১৯৬১ সালে ২১ মে এগারো জন আন্দোলনকারী শহিদ হন। তাঁদের দাবি ছিল বাংলা ভাষার শিক্ষা ও সরকারি কাজের সুযোগ। আর ও পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ১৯ মার্চ অসমেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনরত কবি সুদেষ্ণা সিংহ নিহত হন পুলিশের গুলিতে।

ইতিহাসের পাতায় একুশের গৌরবগাঁথা উঠে এসেছে নানাভাবে কবিতায় গানে গল্পে, উপন্যাস বা চলচ্চিত্র। আজও স্মরণীয় হয়ে আছে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সেই গান আমার বাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রথম শহিদ মিনার ভাঙার সরাসরি সাক্ষী ছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ তার কবিতায় ভেসে আসে সেদিনের সেই স্মৃতিস্তম্ভ-স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার ? ভয় কি নুন্ধু আমরা এখনোচারকোটি পরিবারখাড়া রয়েছি তো। যে ভিত কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙ্গতে। একুশের উল্লেখযোগ্য নাটক মুনির চৌধুরীর কবর। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে জাহির রহমান নির্মাণ করেন জীবন থেকে নেওয়া নামক সিনেমা। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দুই বাংলার একাধিক লেখকের চরনায় উঠে এসেছে একুশের নানা প্রসঙ্গ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত উকাপা স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন সিইএম গোকুলচন্দ্র হোজাই

হাফলং (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের দেহবসান ঘটেছে। সোমবার বিকেল চারটায় হাফলং শহরে তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন গোকুলচন্দ্র।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন পুত্র কন্যা পুত্রবধূ জামাতা সহ অনেক আত্মীয়স্বজন।

গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গোকুলচন্দ্র হোজাই। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করে ১৯৮৩ সালে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ নির্বাচন কেন্দ্র হাজাডিসা থেকে জয়ী হন। সেবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ছাত্রজীবনে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের অনেক অবদান ছিল। তিনি গুয়াহাটি মহারাণা ক্লাবের হয়ে চুটিয়ে ফুটবল খেলার পাশাপাশি রাজ্য ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং রাজ্য দলের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ স্থানীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ সরকারি কার্যালয়, স্কুল কলেজ সবই আজ ছুটি ছিল। এদিকে মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের শেষকৃত্য ডিমাসা রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

এর আগে আজ সকালে প্রয়াত গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের মরদেহ প্রথমে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ সচিবালয়ে। সেখানে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পরিষদ সচিবালয়ের কর্মীরা। তার পর সেখান থেকে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানঘাটে। সেখানে প্রয়াত গোকুলচন্দ্র হোজাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এদিকে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য গোকুলচন্দ্র হোজাইর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন মুখ্য কার্যনির্বহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, বিজেপি নেতা কুলেন্দ্র দাওলাগাপু, প্রাক্তন সাংসদ প্রকান্ত ওয়ারিশা, প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার, দিলীপ নুনিসা সহ বহুজন।

ঢাকায় যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৫

ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জনের। আহত আরও বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল আটটা নাগাদ সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ি এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মোসাদ্দেক আলি দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আহতদের দ্রুত সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, যুগান্তর পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি উত্তরবঙ্গ থেকে রাজধানী ঢাকার দিকে আসছিল। আর মালবাহী ট্রাকটি ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রচণ্ড গতির জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। ঘটনার পর দমকল, পুলিশ ও স্থানীয় মানুষের মদতে আহতদের দ্রুত উদ্ধার করা হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভারতে ফের নিয়ন্ত্রণে দৈনিক করোনা সংক্রমণ, সুস্থতা টানা বাড়ছেই

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে আবারও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে এল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মোটের উপর কমই রয়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। সোমবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১০ হাজার ৫৮৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৭৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩,২৫৫ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৭,১২,৬৬৫ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১০,৫৮৪ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৩৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,২৫৫ জন। ৭৮ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৬,৪৬৩ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৭,১২,৬৬৫ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩০৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,৭৪৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫৫২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৯৬ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বিহারের কাটিহারে ট্রাক-গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬, গুরুতর আহত ৩ জন

কাটিহার (বিহার), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিহারের কাটিহার জেলায় যাত্রীবোঝাই এসইউভি গাড়ি এবং ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাটিহার জেলার কুরসেলা থানার অন্তর্গত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতদের মধ্যে স্করপিও গাড়ির চালক রয়েছেন, ৬ জনই একই পরিবারের সদস্য। প্রত্যেকের বাড়ি সমস্তিপুর জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্তিপুর থেকে স্করপিও গাড়িতে চেপে কাটিহার এসেছিলেন তাঁরা। বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁরা। বাড়ি ফেরার সময় মঙ্গলবার সকাল ছ'টা নাগাদ কুরসেলা থানার অন্তর্গত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রীবোঝাই স্করপিও গাড়ি এবং ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্করপিও গাড়ির চালক-সহ ৬ জনের এবং ৩ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-শিবজী মাহাতো, নন্দলাল মাহাতো, রাজকুমার, অজয় মাহাতো, রামস্বরূপ শাহ এবং সন্তোষ কুমার। গুরুতর আহত হয়েছেন কৈলাশ মাহাতো, অর্জুন মাহাতো এবং সুনীল মাহাতো।

গুয়াহাটিতে উত্তরপূর্বীয় শিল্পীদের চার দিবসীয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পগ্রাম মহোৎসব সম্পন্ন

গুয়াহাটি, ২২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরম্পরাগত কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জনসমক্ষে আনতে চাৰ দিনের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিক সমারোহ সম্পন্ন হয়েছে গুয়াহাটির শিল্পগ্রাম মহোৎসবের মাধ্যমে।

গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে অবস্থিত শিল্পগ্রামে উত্তরপূর্ব ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে শিল্পগ্রামের ১৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। এই সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য যেমন অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, ত্রিপুরার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা অংশগ্রহণ করে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছিল শিল্পগ্রম মহোৎসবের। আর রবিবার ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে এই উৎসবের সমাপন হয়েছে। মাটির গন্ধে ভরপুর লোকসংগীত আর লোকনৃত্যে উৎসবস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পী ছাড়াও অসমের অনেক জনপ্রিয় শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রদর্শন করেছেন।

প্রতিবছরই শিল্পগ্রামের প্রতিষ্ঠা দিবসে শিল্পগ্রাম মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ২০০৬ সালে গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিল্পগ্রামের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ-বছর কোভিড প্রটোকল মেনে ও ভিড় না হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এই উৎসবের সাথে সাথে সঙ্গতি রেখে হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফট প্রদর্শনী ও পরম্পরাগত খাদ্যের আয়োজন করা হয়। অসম সাহিত্য সভার সভাপতি রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন-প্রধান কুলধর শইকিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শিল্পগ্রাম মহোৎসবের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক নিত্য ও লোকসংগীত প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে সেরসা কালচারাল সোসাইটি খৈরাবাড়ির বড় কলাকৃষ্টি দল, দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে গুয়াহাটির সাংস্কৃতিক দল বিহু দল এবং ওদালগুড়ি জেলার রাভা কৃষ্টি দল তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে। বিজয়ী সমস্ত প্রতিযোগীদের ও মুখ্য কার্যসূচিতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের তরফ থেকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

ইন্দোরে জ্বালানি ট্যাঙ্কারে গাড়ির ধাক্কা, মৃত্যু ৬ জন যুবকের

ইন্দোর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জ্বালানি ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন যুবকের। মঙ্গলবার ভোররাত দু''টো নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোর জেলার তালাভালি চন্দা এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে। রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়েছিল জ্বালানি ট্যাঙ্কারটি। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মারে। ফলে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই চালক-সহ ৬ জনের মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের প্রত্যেকেই ইন্দোর জেলার বাসিন্দা, তাঁদের বয়স ১৮-২৮ বছরের মধ্যে। ইন্দোর শহরের উপকণ্ঠে মাংলিয়া থেকে শহরের দিকে আসছিলেন তাঁরা। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্যই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিহতদের নাম-ঋষি পওয়ার, সুরজ, চন্দ্রভান রঘুবংশী, সোনু জাট, সুমিত সিং এবং দেব।

বিজেপিতে যোগদান রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত আমলা ড় আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরীর, হাইলাকান্দিতে হতে পারেন দলের প্রার্থী

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার গেরুয়া বসন পরেছেন রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত দুঁদে আমলা ড় আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরী। আজ সকালে বিজেপির প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক ড় চৌধুরীকে মাথায় গেরুয়া টুপি, গলায় দলের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেছেন দলের প্রদেশ উপ-সভাপতি স্বপ্নীল বরুয়া।

প্রসঙ্গত, প্রায় দেড় বছর আগে শীর্ষ আধিকারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ড় আনোয়ার উদ্দিন। অবসরের প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনিই প্রথম বরাক উপত্যকার ডিভিশনাল কমিশনার এবং অন্য চার দফতরের কমিশনার-সচিবের পদে ছিলেন। রাজ্য সরকারের একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, করিৎকর্মা অফিসার হিসেবে বেজায় সুনাম অর্জন করেছেন ড় আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরী। একজন দক্ষ আধিকারিক বলে তাঁকে ২০০৩ সালে নবগঠিত বাকসা জেলার প্রথম জেলাশাসক হিসেবে পাঠিয়েছিল সরকার। এর পর তিনি লখিমপুরের জেলাশাসকের দায়িত্বও সুনামের সঙ্গে পালন করেছেন। আপাদমস্তক একজন আমলা হলেও তিনি একজন সমাজসেবক, পশুপ্রেমী হিসেবেও পরিচিত।

গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি এবং ডি.এসসি ডিগ্রিপ্রাপ্ত আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরী হাইলাকান্দি জেলা সদরের বাসিন্দা স্বাধীনতা সংগ্রামী, অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রী (১৯৪৬-৫৭ এবং ১৯৬৭-৭০) প্রয়াত আবদুল মতলিব মজুমদারের পৌত্র। ইতিমধ্যে তিনি লিখেছেন ২৮টি বই। এগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছে। এছাড়া ৮০০-এর বেশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। তাঁর বেশিরভাগ রচনা পরিবেশ সম্পর্কিত। একজন প্রথমসারির পরিবেশপ্রেমী বলেও তিনি ইতিমধ্যে বহু খ্যাতি অর্জন করেছেন ড় চৌধুরী। পরিবেশ সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তা হিসেবে কয়েকবার বিদেশেও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গিয়েছেন ড় চৌধুরী।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, অবসর গ্রহণের পর ইতিমধ্যে প্রায় ৩০০টির বেশি নাগরিক সচেতনতামূলক সভা তিনি করেছেন হাইলাকান্দির প্রত্যন্ত অঞ্চলে। প্রতিটি সভায় ১০০ থেকে ৩৫০-এর বেশি জমায়েত হতো। প্রতিটি সমাবেশে তাঁর মূল বিষয় থাকত রাষ্ট্রীয়তাবাদ সম্পর্কিত। আজ বিজেপিতে যোগদানের পর ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর প্রপিতামহ প্রয়াত আবদুল মতলিব মজুমদার এবং মাতুল আবদুল মুহিব মজুমদারের নির্বাচনি ক্ষেত্র হাইলাকান্দিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ড় আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরীকেই প্রার্থী করবে দল।

সাফল্য দিল্লি পুলিশের, লালকেল্লা-হিংসায় জম্মু থেকে ধৃত দুই অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি ও জম্মু, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীপ সিধু, ইকবাল সিং ও মনিন্দর সিংয়ের পর এবার ২৬ জানুয়ারির হিংসা মামলায় দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়ল আরও দু''জন অভিযুক্ত। তাদের মধ্যে একজন আবার জম্মু-র বিশিষ্ট কৃষক নেতা। জম্মু থেকে ধৃত ওই দু''জনের নাম-জম্মু-কাশ্মীর ইউনাইটেড কিসান ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মোহিন্দর সিং (৪৫) এবং মনদীপ সিং (২৩)। মোহিন্দরের বাড়ি জম্মু শহরের চাথা এলাকায় এবং মনদীপের বাড়ি জম্মুর গোলে গুজরাল এলাকায়। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লায় হিংসার নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল এই দু''জনের এবং তারাই লালকেল্লায় হিংসার প্রধান চক্রান্তকারী ছিল। সোমবার রাতে জম্মু থেকে দু''জনকে নিজেদের হেফাজতে নেয় দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লি নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৬ জানুয়ারি কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিলের নামে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল দিল্লিতে। লালকেল্লায় রীতিমত তাণ্ডব চালানো হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারির পর থেকেই ফেরার ছিল মোহিন্দর সিং (৪৫) এবং মনদীপ সিং (২৩), অবশেষে জম্মু থেকে দিল্লি পুলিশ দু''জনকে গ্রেফতার করেছে। দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত পিআরও অনিল মিত্তল জানিয়েছেন, লালকেল্লা হিংসায় এই দু''জনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ধৃত কৃষক নেতা মোহিন্দর সিংয়ের স্ত্রী জানিয়েছেন, 'মোহিন্দর আমাকে জানিয়েছিল জম্মুর এসএসপি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সেই মতো গান্ধী নগর পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই মোবাইল ফোন বন্ধ। আমি জানতে পেরেছি তাকে গ্রেফতার করার পর দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' মোহিন্দর সিংয়ের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামী হিংসার দিন দিল্লির সীমায় ছিলেন, লালকেল্লা হিংসায় তার কোনও ভূমিকা ছিল না। সে অন্যায় কিছু করেননি।

সৌজন্যের বার্তা, ভারতীয় আকাশ সীমা ব্যবহারের অনুমতি ইমরানকে

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শত্রুমনোভাবাপন্ন পাকিস্তানকে সৌজন্যের বার্তা দিয়ে নজির গড়ল ভারত। ২৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা যাওয়ার কথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। সূত্রের খবর, শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পথে ভারতীয় আকাশ সীমা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিমানকে। এই সৌজন্যের পরিচয় দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মহলে নজির গড়ল ভারত।

২০১৯ সালে, কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের "অজুহাত" দেখিয়ে আমেরিকা এবং সৌদি আরব যাওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা উন্মুক্ত করেনি পাকিস্তান। কিন্তু, পাকিস্তানকে সৌজন্যের বার্তা দিয়ে ভারত নজির গড়ল।

বাবুঘাট থেকে উদ্ধার হল সন্দেহজক ড্রোন

কলকাতা,২৩ ফেব্রুয়ারি (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। তারই মাঝে শহরে উদ্ধার ড্রোন। মঙ্গলবার বাবুঘাট থেকে উদ্ধার হল সন্দেহজক ড্রোন।

রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। তারই মাঝে কিন্ত শহরে উদ্ধার ড্রোন। এদিন বাবুঘাট থেকে উদ্ধার হল সন্দেহজক ড্রোন। এদিন শুল্ক দফতর অভিযান চালিয়ে বাবুঘাট থেকে উদ্ধার করে সন্দেহজনক ড্রোন। জানা যায় পাচারের জন্য এই ড্রোন গুলি বিহার থেকে আনা হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের

রুজিরা-জেরা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষে, সুজন

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রুজিরাকে জেরায় বেনিয়মের তথ্য তদন্তকারীরা পেয়েছেন, দাবি করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ !মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআইয়ের তদন্তে আধিকারিকরা যে তুষ্ট নন, সে কথা পরোক্ষে জানিয়েছেন। দিলীপবাবু বলেন, "দুর্নীতির বিষয়ে সন্দেহ হয়েছে সিবিআইয়ের। তাই তাদের দায়িত্ব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে আসা।

এদিকে, সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী এদিন টুইটে লেখেন, "খেলা জমেছে বেশ! গতকাল সিবিআই হানা দেবার পর, ভাইপো-বৌ বাড়ী ঢুকলেন।। আজ, মাননীয়া দেখা দিয়ে বেড়িয়ে যাবার পর সিবিআই ঢুকলো।। পাচারে অভিযুক্তদের সাথে মাননীয়ার শলাপরামর্শ কি বিষয়ে? প্রকাশিত হোক।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ৫ লক্ষের বেশি, নীরবতা পালন হোয়াইট হাউসে

ওয়াশিংটন, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে মোট আক্রান্ত এবং মৃত্যুর নিরিখে বিশ্বের সমস্ত দেশকে পিছনে ফেলেছে আমেরিকা। এবার আমেরিকায় করোনাভাইরাস অতিমারির জেরে মোট মৃত্যু ৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই মাইলফলককে "হৃদয়বিদারক" আখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউসে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি জানান, 'আমরা এই নিষ্ঠুর ভাগ্যকে মেনে নিতে পারি না। অতিমারির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছি আমরা।' বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে সোমবার মোমবাতি জ্বালানো হয় হোয়াইট হাউসে। প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা নীরবতাও পালন করেন।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও অবধি আমেরিকায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ কোটি ৮১ লক্ষেরও বেশি মানুষ। পাশাপাশি আমেরিকার মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষেরও বেশি। যা বিশ্বের মোট মৃত্যু প্রায় প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ব্রাজিলের মোট মৃত্যু আমেরিকার অর্ধেকের কম। সেখানে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা। তৃতীয় স্থানে মেক্সিকোতে তা ১ লক্ষ ৮০ হাজার। এর পর রয়েছে ভারত (১.৫৬ লক্ষ), ব্রিটেন (১.২ লক্ষ)। ইটালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, স্পেনের মতো দেশগুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও তা ১ লক্ষের কম।

ব্রিগেডে নদিয়া থেকে লক্ষাধিক লোক নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি বাম-কংগ্রেসের

নদিয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নবান্ন অভিযানের সাফল্যে উজ্জীবিত নদিয়া জেলার বাম শিবির। আগামী ২৮

ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের সভাকে পাখির চোখ করছে তারা। জোটের ওই সভায় শুধু সিপিএমই নদিয়া জেলা থেকে ৬০ হাজার মানুষকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। আর কংগ্রেস আরও ২০ হাজার লোক নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। তবে বামেদের সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত দেন আরএসপি নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ লোক নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ব্রিগেড সমাবেশ ঘিরে ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় মিছিল এবং ছোটখাট পথসভা চলছে। দলগুলির রাজ্য নেতৃত্ব, সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্যরা ঘন ঘন জেলায় আসছেন। কংগ্রেসও ব্লক ভিত্তিক সভা-সমাবেশও করছে। সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬০ হাজার লোক কী ভাবে নিয়ে যাওয়া হবে, কারা কারা যাবেন, তা নিয়ে স্থানীয় স্তরে কথা হয়েছে। ব্রিগেডের সভা উপলক্ষে প্রচুর দেওয়াল লেখা হয়েছে। মঙ্গলবার সিপিএমের নদিয়া জেলা কমিটির বৈঠক

শেষে দলের জেলা সম্পাদক সুমিত দে বলেন, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শুধুমাত্র এই জেলা থেকে সিপিএম ৬০ হাজার লোক নিয়ে যাবে। যদিও দিন কয়েক আগে সংখ্যাটা ৪৫- ৫০ হাজার ভাবা হয়েছিল। কিন্ত, মঙ্গলবারের বৈঠকে

নেতৃত্বের বক্তব্য ও দাবি মেনে সংখ্যাটা ৬০ হাজার ধরা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুধবার থেকেই দলীয়

কর্মীরা বুথে বুথে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ব্রিগেড সমাবেশের সমর্থনে আরও বেশি করে দেওয়াল লিখন,

সভা- সমিতি করা হবে। তবে, বুথ ভিত্তিক কমপক্ষে দু'' হাজার করে লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় নেতাদের

টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অসীম সাহা বলেন, ইতিমধ্যে নদিয়া জেলায় কংগ্রেসের প্রতিটি ব্লক সভাপতিকে ব্রিগেড সমাবেশের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা ভিত্তিক কতজন করে লোক নিয়ে যাওয়া হবে তা ঠিক হয়নি। তবে গোটা জেলা থেকে কমপক্ষে ২০ হাজার লোক নিয়ে যাওয়ার টার্গেট করা হয়েছে। আরএসপির জেলা সম্পাদক শঙ্কর সরকার বলেন, ব্রিগেডের সমর্থনে ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে পথসভা ও মিছিল মিটিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জেলার ১৭ টা বিধানসভা থেকে কতজনকে নিয়ে যাওয়া হবে তা ঠিক করা হবে। বামেদের সাফ কথা, তাঁরা তৃণমূল ও বিজেপি দুই শক্তিকে হারাতেই লড়াইয়ে নামছে। নদিয়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতি অসীম সাহা বলেন, আমার জেলার শক্তি একটু কম কিন্ত আমরা জোর কদমে লড়াই করছি। বুথ ভিত্তিক করে আমরা মিটিং মিছিল করছি। আমাদের লক্ষ্য একটাই প্রায় ১ লক্ষ লোক। এই দুই শক্তিকে আমাদের উপরে ফেলে দিতে হবে। জেলার সিপিএমের সম্পাদক সুমিত বিশ্বাস বলেন, রোজ ব্লকে ব্লকে মিছিল, মিটিং করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফেঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প

সুস্থ ও মসৃণ চুলে আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয় না। চুলের আর্দতা রক্ষায় তেল উপকারী হলেও অনেকেই তেল ব্যবহার করাতে চান না। তাছাড়া নারিকেল তেল ছাড়া অন্যান্য তেল চুলের 'ফলিকল' আবদ্ধ করে দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প কয়েকটি প্রাকৃতিক প্যাক সম্পর্কে জানানো হল।

দই: দই প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস। এতে ভিটামিন এ, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় তা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দই চুলের রুক্ষতা দূর করতে ও আর্দতা ধরে রাখতে উপকারী। এর প্রদাহ-রোধী ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান মাথার ত্বকের খুশকির সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

কলা: কলা প্রাকৃতিক তেল সমৃদ্ধ যা কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও পটাসিয়ামের ভালো উৎস। এই উপাদান চুলকে মসৃণ করতে ও চুলের প্রাকৃতিক স্থিতিস্থাপকতা সুরক্ষিত রাখতে, আগা ফাটা ও ভেঙে পড়ার সমস্যা দূর করতে, মাথার ত্বক মসৃণ ও খুশকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এছাড়াও চুলের উজ্জ্বলতা, শক্ত, ঘনভাব ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও সূর্যারশ্মি থেকে চুলকে বাঁচাতে কলার মাস্ক উপকারী।

মধু: মধু উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়ক। এটা চুলের ফলিকল মসৃণ রাখে ও মলিনভাব দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এর আর্দতা রক্ষাকারী গুণ চুলের শুষ্ক ও রুক্ষভাব দূর করে এবং আর্দতা বজায় রাখে। মধু চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রাকৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ। এর প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান চুল ও মাথার ত্বক সুস্থ রাখে ও খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।

ডিম: ডিম কেবল চুলের আর্দতাই ধরে রাখে না বরং চুলের আগা ফাটা দূর করে ও মাথার ত্বক কন্ডিশনিং করতে সহায়তা করে। ডিম প্রোটিন ও বায়োটিন সমৃদ্ধ এবং এটা মাথার ত্বকের প্রয়োজনীয় আর্দতা ধরে রাখে, চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। চুল শক্তিশালী করে ও চুলের গঠন সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে।

নাকের ব্ল্যাকহেডস দূর করতে (৮ জাঁদরেল ব্ল্যাকহেডসগুলো যেকোনো মুখে কালিমা লেপে দিতে পারে। পার্লারে না যেয়ে কিংবা দোকান থেকে ব্ল্যাকহেডস ওঠানোর পণ্য না কিনে ঘরেই তৈরি করে নেওয়া যায় স্ক্রাবার।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সেই পন্থাই জানানো হল।

প্রয়োজন হবে

১ টেবিল-চামচ ওটস বা ওটমিল। দুতিন ফেঁটা লেবুর রস। ১ টেবিল-চামচ টক দই।

ওটমিলের উপাদান ময়লা ও ব্ল্যাকহেডস তৈরির উপাদান ত্বক থেকে ওঠাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না। লেবুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। আর সিট্রিক অ্যাসিড ব্ল্যাকহেডস নরম করতে সাহায্য করে।

পদ্ধতি

একটা বাটিতে উল্লেখিত পরিমাণে ওটমিল ও দই নিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন। যাতে মিশ্রণটা খুব মসৃণ হয়। এরপর এতে কয়েক ফেঁটা লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি নাকের চারপাশে ও ওপরে ভালো মতো মেখে নিন। মিশ্রণটি ভালো মতো বসার জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আঙ্গুল দিয়ে চক্রাকারে ভালো মতো ঘষে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপকার মিলতে থাকবে।

মানসিক চাপ থেকে স্ফিত পেট

দীর্ঘদিন মানসিক চাপে ভুগলেও পেটের মেদ বাড়তে পারে। চল্লিশের পরে পেটের মেদ কমাতে করণীয় আমরা সবাই বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো মানসিক চাপে ভুগে থাকি। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি নানা রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়, এর মধ্যে 'স্ট্রেস বেলি' বা পেট বেড়ে যাওয়া অন্যতম।

তল পেটের মেদ নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। এর মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যা অন্যতম।

তাই মানসিক চাপ থেকে পেটে মেদ জমার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

'স্ট্রেস বেলি' কোন শারীরিক সমস্যা নয়, এটা মানসিক চাপ ও চাপের হরমোনের ফলে ওজন বৃদ্ধি বিশেষত পেটের মেদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

মানসিকচাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যা তলপেটের মেদ বাড়ায়। অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণ হয় এবং তা রক্তের শর্করার মাত্রা, বিপাক ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ বাড়ার ফলে কর্টিসোলের মাত্রা বেড়ে যায় যা আমাদের কষ্টকর পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করে। আর ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক করে ফেলে।

কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি, স্থূলতা ও ওজন বৃদ্ধি

দীর্ঘায়িত মানসিক চাপ স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব রাখে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা বৃদ্ধি ও মানসিক চাপ কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়। মানসিক চাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি তল পেটের স্থূলতা ও ওজন বাড়ায়। 'দা জার্নাল অব সাইকোসোমেটিক মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, যাদের কর্টিসোলের মাত্রা বেশি তাদের কম হরমোনের মানুষের তুলনায় কোমরের মাপ বড় হয়। তবে সকল স্থূলকায় ব্যক্তিই উচ্চ কর্টিসোলের সমস্যায় ভোগেন না, অনেকেই বংশগতি ও জীবনযাত্রার কারণের এই সমস্যায় ভুগে থাকেন।

'স্ট্রেস বেলি' কমানোর উপায়

সুষম খাবার খাওয়া: তাজা ফল, সবজি ও শষ্য-ধরনের খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাকে সুষম খাবার বলে। এটা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার মানসিক চাপ কমাতে কার্যকর।

ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমানো: উচ্চ ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন, এতে কোনো পুষ্টিমূল্য নেই। ফ্রুক্টোজ ও হাইড্রোজেনেইটেড ভেষজ তেল এড়িয়ে চলা উচিত। অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলুন এতে ক্যালরির পরিমাণ বেশি।

শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা: শুয়ে বসে দিন কাটানো ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা পেটের মেদ কমায়, মন ভালো রাখে এছাড়াও নানাভাবে শরীর সুস্থ রাখে। প্রত্যেককে সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হালকা শরীরচর্চা করা প্রয়োজন।

ধূমপান বাদ দেওয়া: গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান তলপেটের স্থুলতা বাড়ায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাই, যত দ্রুত সম্ভব ধূমপান বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: মানসিক চাপ ওজন বাড়ায় বিশেষত, পেটের মেদ। তাই নিজেকে শান্ত ও স্থীর রাখতে উপায় খুঁজে বের করতে হবে। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান, প্রকৃতির কাছে কিছুটা সময় কাটানো ইত্যাদি নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

পর্যাপ্ত ঘুম: সার্বিক সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম আবশ্যক। গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে যারা ছয় ঘণ্টার কম ঘুমান অথবা নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমান তাদের দেহে মেদ জমার পরিমাণ বেশি। প্রাপ্ত বয়স্কদের অবশ্যই প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান

নিয়মিত ব্যবহারে উপকার মেলে এসব প্রাকৃতিক উপাদান থেকে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বগলের কালচেভাব দূর করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বেইকিং সোডা: বেইকিং সোডা বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। পানি ও বেইকিং সোডা মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে বাহুমূলে সপ্তাহে দুবার স্ক্রাব করুন। স্ক্রাব করে তা সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে আলতোভাবে মুছে নিন।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলে আছে ভিটামিন ই যা প্রাকৃতিকভাবে ত্বক উজ্জ্বল করে বলে বিশ্বাস করা হয়। বাহুমূলে প্রতিদিন নারিকেল ত্বল মালিশ করে পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: এটা কেবল চর্বি কাটায় না বরং ত্বকের মৃত কোষ দূর করে। কারণ এতে আছে মৃদু অ্যাসিড যা প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের সঙ্গে বেইকিং সোডা মিশিয়ে তা বাহুমূলে মেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে আসলে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

জলপাইয়ের তেল: প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা সৌন্দর্যচর্চায় জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করতেন।

এক টেবিল-চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক টেবিল-চামচ বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে বাহুমূলের ত্বক এক্সফলিয়েট করে নিন। দুই মিনিট স্ক্রাব করে কিছুক্ষণ রেখে এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিন।

লেবু: লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচিং হিসেবে পরিচিত। অর্ধেকটা লেবু কালো অংশে প্রতিদিন গোসলের আগে দুতিন মিনিট ধরে মালিশ করুন। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবর্তন চোখে পড়বে।

নাক বন্ধ করে শ্বাসের সমস্যা হলে যা করবেন

শীত ছাড়াও বৃষ্টিতে অনেক সম সর্দি কাশির প্রকোপ বাড়ে ও এসিতে থাকার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আবার গরম বারবার স্নান করার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

সারা রাত শুকনো কাশি, নাক দিয়ে পানিপাড়া ও ঘুমানোর সময় বন্ধ সাধারণত, শরীরে যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিউকাস তৈরি হয়, তখনই বাড়তি মিউকাস নাকে পানির আকারে বেরিয়ে যায়। এছাড়া যারা সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা থেকে নানা ধরনের সংক্রমণ শুরু হয়।

নাকের হাড় যাদের একটু বাঁকা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই ঘুমানোর সময় প্রায়ই তাদের নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। বাজারে পাওয়া নানারকমের ড্রপ দিয়েই এই সমস্যায় সহজ সমাধান মেলে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞের মতে, নাকের ড্রপ একটানা ব্যবহার করলে এক সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে ড্রাপ কিছুতেই ঘুম আসবে না।

কী করবেন ঃ-

১) এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমানোর আগে লবণ ও জলের টানুন নাকে। ঠাণ্ডা থাকলে গরম জলের মধ্যে লবণ দিয়ে নাক দিয়ে দিয়ে টেনে ভাপ নিন।

২) দিনে বার দুই ভেপার ও সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টি অ্যালার্জির কিছু ওষুধ খেলেই এই সমস্যা অনেকটা কমবে। কয়েক চামচ জলেতে সামান্য লবণ যোগ করে ড্রপারে করে সেই জল নাকে দিতে পারেন।

৩) গলার খুশখুশ সারাতে ও নাক থেকে জল পড়া কমাতে উষ্ণ জলে আপেল সাইডার ভিনিগার ও মধু মিশিয়ে খান নিয়মিত।

৪) নাক বন্ধের সমস্যার মেটাতে চাইলে কাঁচা হলুদ ও দুধ মিশিয়ে ফুটিয়ে পান করুন। এক কাপ দুধে একটুখানি কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে পান করুন।

ভেষজ রসের গুণাগুনাবলী

প্রতিদিন আমদের অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করা উচিত। কিন্তু এই রসের সঙ্গে কিছু উপাদান মেশালে তা হয়ে ওঠে পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক। তখন একে বলে ডিটক্স ওয়াটার বা ডিটক্স জল। তাজা ফল, সব্জি ও ভেষজ উপাদান টুকরো করে কেটে স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, হালকা গরম বা শীতল জলেতে নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রেখে এই মিশ্রণ তৈরি করা হয়।

. ডিটক্স জল সারা দিন শরীরকে সতেজ ও শীতল রাখতে সাহায্য করে।

. শরীর থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়ক।

. শরীরের মেদ কোষগুলোর নিষ্কাশণে সাহায্য করে এটি। খাবার হজমে সাহায্য করে ও বিপাক বাড়ায়।

. যকৃৎ ও ত্বকের জন্য ডিটক্স জল উপকারী। প্রদাহ কমাতেও এটি সহায়ক।

. এই জলেতে যে ফল মেশানো হয়, তা মিষ্টি বা চিনির প্রতি আগ্রহ কমায়, রুচি বাড়ায়।

. ফল ও সব্জির ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য গুণ থাকলেও এতে ক্যালরি বেশি থাকে না।

. উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা কমাতেও উপকারে আসে এই রস।

. আদা ও লেবু ঃ এক গ্লাস কুসুম গরম জলেতে এক ইঞ্চি পরিমাণ আদাকুচি ও আধাখানা লেবুর রস মিশিয়ে খালি পেটে পান করুন।

. লেবু ও পুদিনা পাতা ঃ ১৫ থেকে ২০টি পুদিনা পাতা, পাতলা করে কাটা লেবুর ৫ বা ৬টি টুকরো বা আধখানা লেবুর রস ৫০০ মিলিমিটার জলেতে ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে খালি পেটে বা দিনে দুই থেকে তিনবার পান করতে হবে।

. লেবু, শসা ও পুদিনা পাতা ঃ ৮ কাপ জলেতে একটি আধখানা লেবুর রস ও ওই পরিমাণ লেবু কুচি করে কেটে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর আধখানা শসা কুচি করে ৭টি পুদিনা পাতা সহ ওই জলেতে দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে পান করুন।

. আপেল, দারুচিনি ঃ ১ লিটার জলেতে একটি আপেল স্লাইস করে কেটে এক টেবিলি চামচ দারুচিনি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে ঘুমানোর আগে পান করলে শরীরেরে চর্বি কমে ও বিপাকক্রিয়া ভালো হয়।

. চিয়া সিড ও লেবু ঃ আধ চা চামচা চিয়া সিড এক কাপ জলেতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে যে জল তৈরি হবে, তাতে এক চা চামচ লেবুর রস ও আরও জল মিশিয়ে নেড়ে পান করুন। এতে তন্তু বা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এছাড়া ডিটক্স জল তৈরিতে স্ট্রবেরি, কমলা, সাইট্রাস ফলের খোসা, জাম্বুরা, বিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

মঙ্গলবার বইমেলা উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা। ছবি- নিজস্ব।

দেশেই তৈরি হবে যুদ্ধ বিমান ঘোষণা বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিজেদের দেশেই যুদ্ধবিমান তৈরির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেনবাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার যশোরের বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানে অনুষ্ঠিত বিমানবাহিনীর ১১ এবং ২১ স্কোয়াড্রনকে জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যে, দেশেই যুদ্ধবিমান তৈরি হবে। আমরা নিজেরাই যুদ্ধবিমান তৈরি করব। কাজেই এর উপর গবেষণা এবং আমাদের আকাশসীমা রক্ষায় সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এদিন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী।এদিন তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিমানবাহিনীর সদস্যদের নিজেদের আকাশসীমা রক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সীমান্ত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ আমাদের সরকার নিয়েছে।

বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বিমানবাহিনীতে মিগ-২৯সহ বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, ইউটিলিটি হেলিকপ্টার, সর্বাধুনিক অ্যাভিওনিক্স সমৃদ্ধ পরিবহন বিমান, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ বিমান সংযোজন করা হয়েছে। বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে উৎকর্ষতা আনতে সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এসব কার্যক্রম বিমানবাহিনীর সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান প্রান্তে এ সময় বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাতসহ ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সত্যজিৎ রায় পুরস্কারের ঘোষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দাদাসাহেব ফালকের মতই এবার 'সত্যজিৎ রায় পুরস্কার' চালু করছে বিজেপি সরকার। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে।

সোমবার রাতে কলকাতা শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে টলিউডের তারকাবেষ্টিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। সেখানেই মোদী সরকারের তরফে এমন অভিনব উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন তিনি। ভোটের মুখে বিজেপি সরকারের এমন ঘোষণাকে কিন্তু 'নির্বাচনী রণ-কৌশলী' হিসেবেই দেখছে নেটিজেনদের একাংশ।

লেখক ও চলচ্চিত্র সমালোচক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারের সমমানের,সমমূল্যের পুরস্কার। খুব আনন্দের খবর হলেও খুশী হতে পারলাম না। কারণ সত্যজিৎ রায়ের নামটা ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার করা হলো মাত্র। উনি মারা গিয়েছেন ১৯৯২ সালে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এসেছে। গত ৬ বছরে সত্যজিৎ রায়কে সম্মান জানিয়ে সরকারের দায়িত্বের কোনও প্রমাণ চোখে পড়েনি। একবার বিশ্বভারতীতে ''সত্যজিৎ রায় চেয়ার'' পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কার্যকরি হয়নি। গত বছরের ২ মে থেকে তাঁর শত বর্ষ শুরু হয়েছে। আগামী ২ মে সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ পূর্ণ করবেন। শতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কোনরকম আশাপ্রদ কাজের উল্লেখ নেই। এমন কি একটা স্ট্যাম্পও বের করবার কোনও রকম পরিকল্পনা নেই। তা হঠাৎ আজ কেন এই পুরস্কার ঘোষণা করলেন? তাও ঘোষণাটা করলেন কোথায়? প্রেসের কাছে নয়, কলকাতার কয়েকজন চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালক আর প্রযোজকদের সামনে। এখন দেখা যাক!"

সুময় মুখার্জি লিখেছেন, ''আমি আপনার সাথে একমত। এবছর মুম্বই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভেল (মিফ) এর সময় আমি একটা হোমেজ আয়োজিত করতে পেরেছিলাম অনেক কষ্টে। প্রথমে তো প্রস্তাবটাই নাকচ করে দিয়েছিল মন্ত্রীবর। এতে নাকি ফালতু খরচ হবে এই অজুহাতে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শুধু কয়েকটি ডকুমেন্টারি দেখাতে পেরেছি শুধু। আর শুধু ফ্লেক্স দিয়ে একটা এক্সিবিশন। আমাদের যে সিনেমার মিউজিয়াম হয়েছে সেখানে একটা ফ্লোর শ্রী রায়ের জন্য রাখার প্রস্তাব ও খারিজ করে দিয়েছেন মন্ত্রীবর। এখন এই ভন্ডামি। হাসি পায়।"

সৌরভ মান্না লিখেছেন, "কতই রঙ্গ দেখছি ভোট বেলায়।" অরিজিৎ গাঙ্গুলি লিখেছেন, "সত্যিই তাই দাদা। এই ভালো ঘোষণাগুলো অন্যসময়ে হয় না।"

দীপ্তিলেখা মুখার্জি লিখেছেন, ''একমত। এই সন্মান জানাতে ভোটের সময় ঘুষ হিসেবে দেওয়া হোল? আর কতভাবে অপমান করবে?" অপর একটি প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "সেই পনের লাখ টাকা ও অচ্ছে দিন।'' আরও একটি প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "সত্যজিৎ রায়ের নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। কিন্তু কখনোই সেটাকে ক্যাশ করার কথা ভাবেন নি। সেই মানুষকে ভোটের বাজারে হীরকের রাজা ভগবান প্রমাণ করার তাস হিসেবে সত্যজিৎ এর নাম ব্যবহার কেমন অসন্মান লাগছে। অন্য কোন সরকার এটা অন্তত ভোটের প্রচারে হাতিয়ার করে নি। এটা ব্যক্তিগত মতামত।"

অন্যদিকে সুজিত রায় লিখেছেন, ''নেপথ্যে রাজনীতি থাকল কী থাকল না তাতে কিছু যায় আসে না। এনএফডিসি যে সত্যজিৎ রায় নামাঙ্কিত পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেটা তাঁর শতবর্ষেই সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই একজন ভারতীয় হিসেবে।

একজন বাঙালি হিসেবে।'' রাজদীপ দাস লিখেছেন, ''যদি দেবী আর মহাপুরুষ এই দুটো ছবি দেখায় আবার আর পুরো নেতৃত্ব বসে দেখেন, খুব আনন্দ পাবো।'' পার্থসারথী মুখার্জি লিখেছেন, ''যাক, বাঙালিকে মনে পড়েছে। এটাই না কত!" নবমিতা লিখেছেন, ''হোক না হয় এই তালেই। রাজনীতি কিছু আমরাও বুঝি, তাই খারাপ থেকে ভালটুকু বের করে নিতে জানি। তবে, দেখা যাক, ব্যাপারটা আদৌ ভোট নিরপেক্ষ প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে বজায় থাকে কি না।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুখ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহভাজন উপাচার্যকে প্রকাশ্যেই একহাত তৃণমূলের শিক্ষকনেতার

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগ্রহভাজন উপাচার্যকে সামাজিকমাধ্যমে প্রকাশ্যেই একহাত নিলেন তৃণমূলের শিক্ষকনেতা মনোজিৎ মন্ডল।

সরস্বতী পুজোর দিন শিক্ষায়তনে 'টুম্পা গান' নাচার জন্য তৃণমূল-সমর্থিত কিছু পড়ুয়াকে দু'বছরের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।এর জন্য বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) বেশ কিছু নেতা এ কারনে সাধুবাদ জানিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি-তে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, সোনালিদেবীর স্বামী রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, মনোজিৎবাবু অধুনা বিজেপি নেত্রী এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী হিসাবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছেন।

এবিভিপি নেতাদের পোস্টে পদ্মফুল ও বিজেপি-র পতাকার সঙ্গে সোনালি দেবীর ছবি যুক্ত করে পোস্ট করা হয়েছে। সেই ছবি যুক্ত করে মনোজিৎবাবু ফেসবুকে লিখেছেন, "আহা! আহা! ওহো! ওহো! রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের বিএ-এর কোন এক পরীক্ষার সময় যিনি নজরদারি করছিলেন, তিনি নাকি কিছু পেয়েছিলেন। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর বোধহয় ৪৯ু পেয়েছিলেন বিএ তে, এমএ তেও সম্ভবত, টেনেটুনে ৫৫, আর পিএইচডি কিভাবে হয়েছে নাই বা বললাম। সুরঞ্জন দাস, সুগত মার্জিতের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অসামান্য শিক্ষক, পরে আশুতোষ ঘোষের মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে টপকে, দেশের অন্যতম সেরা সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রথম মহিলা উপচার্য। আপনাকে প্রণাম ম্যাডাম।

পরিশেষে বলি, সরস্বতী পুজোর দিন ২১-২২ বছরের ছেলে-মেয়েগুলো এমন কোনও গুরুতর অপরাধ করেনি যে তাদের ক্যারিয়ার প্রায় শেষ করে দিতে হবে। ওদেরকে ডেকে বকা দেওয়া যেত, অল্প কিছু করা যেত, তা না করে এক্কেবারে দুবছর শাস্তি!

ম্যাডাম, ভাগ্যিস যিনি সেদিনের নজরদার ছিলেন একজন প্রখ্যাত সিপিএম।

এই পোস্টে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া এসেছে। প্রলয়দেব মুখার্জি লিখেছেন, ''এই ধরনের মধ্য মেধার উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের জন্য কি শিক্ষাদপ্তর/ শিক্ষামন্ত্রী কিছুটা হলেও দায়ী নয়?, তোষামদ, লবি এবং সরকারি স্তরে প্রভাবেরই বা কি ভূমিকা ছিল? সিন্ডিকেটের সদস্যরা এমন অবিবেচক, চিন্তাশূণ্য হন কি করে? অভিযুক্ত ছাত্রদের শোকজ অথবা সতর্ক করার অপশন কি প্রথমে নেওয়া হয়েছিল কি? এই সব প্রশ্নগুলি রয়েই গেল।

জহর মন্ডল প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "এই সব সুবিধাবাদী মানুষগুলিকে টিএমসি চিনতে পারেন নি এটাই দুঃভাগ্যজনক বিষয়।। সম্মানীয়ার যোগ্যতা যা দেখছি তাতে মনে হয় ওঁনার স্কুলে পড়ানোর যোগ্যতা নেই।। ওঁনার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখলে হয়তো আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবো।। এই ভদ্রমহিলার দাদা সম্ভবত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।।তিনি এবার কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন।। বাংলার প্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ ছিলেন সেই সব সম্মানিতরা ২০১১-এর আগেও সরকারি ক্রিম খেয়েছেন।। যাদবপুরের এক সম্মানিতা প্রাক্তন অধ্যাপিকা তো বামের আমলে ক্ষমতা ভোগ করেছেন এখনো করছেন। ২০১১-র আগে গৌর বঙ্গের এক সম্মানিত অধ্যাপক, কোনো এক এক্স কে ধরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে নেতাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। বর্তমান সরকার আবার সম্মানিত ব্যক্তিকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের এক্সপার্ট করলেন।। এই সব অযোগ্য, অসৎ, চাটুকারী, অধ্যাপক ও সরকারের চূড়ান্ত দুর্নীতির কারণে আজ বাংলার বেকার যুবকদের ভাগ্য আকাশে কালো মেঘ।।

যাঁরা এবার ভাবছেন দিল্লীর দাদার দলে তাড়াতাড়ি নাম লেখাই। তাহলে সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবো, মাল কামাবো, সেই সব সম্মানিত অধ্যাপকদের উদ্দেশ্যে বলি, এই সব সুবিধাবাদী ও চাটুকারী অধ্যাপকদের আশা এবার আর পূরণ হবে না। কারণ দিল্লী দাদাদের পরিবর্তন যাত্রা ফ্লপ করেছে। মতুয়ারা আজ দিল্লী দাদাদের চালাকি ধরে ফেলছে। আইবি রিপোর্ট দিল্লী দাদার অনুকূলে নেই।। শেষে বলি দল পরিবর্তন করলে যদি শুভেন্দুবাবু গরু-ছাগল হন, তাহলে এই সব সম্মানিত ব্যক্তিরা গরুর থেকে কী অধম নয়???"হিন্দুস্থান সমাচার

পাথারকান্দিতে বিজেপির 'ঘর ঘর জনসম্পর্ক' অভিযানে ব্যাপক সাড়া

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন রাজ্যক বিধানসভা নির্বাচনে পালে হাওয়া তুলতে ইতিমধ্যে সব রাজনৈতিক দল আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। পিছিয়ে নেই কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপিও। অসম প্রদেশ বিজেপির নির্ধারিত ১০০ প্লাস মিশনের লক্ষ্য নিয়ে দলীয় সর্বস্তরের নেতা কার্যকর্তা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। গোটা রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে আজ মঙ্গলবার থেকে 'ঘর ঘর জনসম্পর্ক' অভিযান শুরু করেছে পাথারকান্দি বিজেপি।

আজ সকাল দশটায় পাথারকান্দি ব্লক মণ্ডল সভাপতি শশীবাবু সিনহার নেতৃত্বে বিজেপির বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা জোড়বাড়ি-ডেফলআলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে 'ঘর ঘর জনসম্পর্ক' অভিযান শুরু করেছেন। আগামী দুদিনের মধ্যে অনুরূপ কার্যসূচি শুরু হবে দলের লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল থেকেও। এতে বিজেপির কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সর্বস্তরের গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্তমান সরকারের নানা ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং এগুলি বাস্তবায়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত খতিয়ান উপস্থান করে বিজেপিকে ভোটদানে জনতাকে উদ্বুত করছেন।

এ ব্যাপারে পাথারকান্দি ব্লক মণ্ডল বিজেপি সভাপতি শশীবাবু বলেন, 'আমরা সুশাসন সহ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের কাছে ভোট চাইছি। তিনি আরও জানান, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের এই অভিযান চলবে।' তাঁর কথায়, পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার দুটি ব্লক মণ্ডলে মোট ২১৩টি বুথ কেন্দ্র করছে। প্রত্যেক বুথ কেন্দ্রের প্রতিটি বাড়িতে যাবেন বিজেপি কার্যকর্তারা। আজকের জনসম্পর্ক অভিযানে অন্যারন্যাদের মধ্যে সঙ্গে ছিলেন পান্না গোপ, সাব্বির আহমেদ, নিখিল সোম, বিজয় বণিক, সঞ্জীব দেবনাথ প্রমুখ।

অভিষেক-মমতার মধ্যে ভুবন ও তার মাসিকে খুঁজে পেলেন বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অভিষেক আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ভুবন ও তার মাসিকে খুঁজে পেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। মঙ্গলবার বাবুলবাবু টুইটে লিখেছেন, "ভুবনের মাসি আর ভাইপোর পিসী ..। কত মিল না দুটি গল্পের ..।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ, করিলেন না। ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই, চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটিতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত। কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকত্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাসী হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, এক বার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও। ভুবনের মাসী ওই স্থানে আনীত হইলেন এবং ভূবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে কাদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি। এখন আর কাদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাস নিকটে গেলে পর, ভুবন তাহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাত দিয়া তাহার একটা কান কাটিয়া লইল। পরে ভৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।" বলা বাহুল্য, দুর্নীতির তদন্তে অভিষেকের বাড়িতে সিবিআই অভিযানের প্রেক্ষিতে বাবুলবাবুর এই টুইট। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৩।। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় মন্তব্য করে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচন এলে বিএনপি ও কিছু দল ভারত বিরোধিতাকে সামনে এনে প্রচারণা চালায়। যাদের সহযোগিতা ছাড়া এ দেশের স্বাধীনতা সম্ভব ছিল না, তাদের বিরোধিতা করে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বৈরিতা করে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, একথা তারা বুঝেও বোঝেন না। আবার বুঝলেও রাজনীতির স্বার্থে অপরাজনীতি করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশের সম্পর্কযুক্ত সংবাদ পরিবেশনে যত্নবান থাকার জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশের সম্পর্কযুক্ত সংবাদ পরিবেশনেরক্ষেত্র যত্নবান থাকতে হবে যাতে ভুল, অসত্য কিংবা তথ্যনির্ভর নয় এমন কিছু দু'দেশের সম্পর্কে অহেতুক বিরূপ প্রভাব না ফেলে।

মন্ত্রী মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসকাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-ইমক্যাব আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আরো বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি করোনা টিকা নিয়েও কিছু ভুল, অসত্য সংবাদ আমাদের দেশে এবং ভারতেরও কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে, যা দু'দেশের মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উপক্রম করেছে, পরে ভারতীয় কর্তৃপরে সংবাদ সম্মেলনে তা নিরসন হয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংগঠন 'ইমক্যাব' সভাপতি বাসুদেব ধরের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী। সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন তথ্য উপদেষ্টা ও অবজারভার' সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, জাতীয় প্রেস কাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ। বিষয়বস্তুর ওপর মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করবেন সিনিয়র সাংবাদিক ও সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব। আলোচনায় অংশ নেন ইমক্যাবের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক দীপ আজাদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল হাসান খোকন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব আব্দুল জলিল ভুইয়া ও ওমর ফারুক, ডিক্যাব এর সভাপতি পান্থ রহমান, ভারতীয় হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব (ভিসা ও জনকূটনীতি) দীপ্তি আলংঘট, ইমক্যাব এর কোষাধ্য মাছুম বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর আফরোজ জামান, নির্বাহী সদস্য আমিনুল হক ভুইয়া ও লায়েকুজ্জামান।

মন্ত্রী ড় হাছান তার বক্তৃতায় গভীর কৃতজ্ঞতাভরে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত শুধু আমাদের সহায়তাই করেনি, আমাদের মুক্তিকামী মানুষের সাথে ভারতের সেনাবাহিনী যুদ্ধ করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে ভারতের সেনাবাহিনীর সদস্যদের রক্তও মিশে আছে এবং বাংলাদেশের এক কোটি মানুষকে ভারত আশ্রয় দিয়েছিল। পার্শবর্তী রাজ্যগুলোতে অনেক পরিবার তাদের ঘরের একটি বা দু'টি ক শরণার্থীদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, ভারতের মানুষের এই অবদান, ভারতের অবদান, ভারতের সেনাবাহিনীর আত্মদান বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণারে লেখা থাকবে। বঙ্গবন্ধু এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শুধুমাত্র বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য নয়, বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হবার পর বঙ্গবন্ধুকে যাতে ফাঁসি দেয়া না হয়, সেজন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে এমন করে ৩০টি দেশ সফর করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ অবদান কখনো ভোলার নয়। 'বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি ছিল বিধায় তিনি '৭৪ মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন, সেকারণেই কিন্তু আমরা ছিটমহলগুলো আমাদের অধিকারে আনতে পেরেছি, যদিও অনেকদিন এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল' উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন,আজকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আরো গভীরে প্রোথিত হয়েছে। আমাদের দু'দেশের মধ্যে যে আন্ত:সংযোগ সেটি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি মনে করি এটি এখনও যথেষ্ট নয়। আমাদের দু'দেশের মানুষের মধ্যে যে আন্ত:সংযোগ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এটিকে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে যে পর্যায়ে ছিল আমাদেরকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সেই পর্যায়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তাহলে দু'দেশের মানুষ উপকৃত হবে, দুই দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। আমরা সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো।

ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বলেন, পৃথিবী খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতারক্ষেত্র আমরা যত দ্রুত এগোতে পারব, তত দ্রুতই আমরা একসঙ্গে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারব। দুই দেশের সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করে দোরাইস্বামী বলেন, আমি দেখেছি, সহযোগিতা বাড়লে উন্নতিও বাড়ে। সুতরাং আমার জন্য যেটা ভালো নয়, সেটা আপনার জন্য ভালো হবে না এবং আপনার জন্য যেটা ভালো নয়, সেটা আমার জন্য ভালো হবে না। আমরা যদি এটা অনুসরণ করি, তাহলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের আদর্শ অনুসরণ করা হবে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিশ্বে প্রতিবেশি সর্মকের দিক দিয়ে একটা উদাহরণ হবে বলে আশা প্রকাশ করে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সময় থেকেই দু'দেশের সর্মর্কের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। দু'দেশেরক্ষেত্র যা করতে হবে তা বঙ্গবন্ধু আগেই দেখিয়ে গেছেন, আমাদের নতুন করে কোন গাইডলাইনের দরকার নেই। দু'দেশের আশা আকাঙ্খা এক, কোন পার্থক্য নেই। জনগণ পর্যায়ে সম্পর্ক বাড়ে আমাদের সেদিকে নজর দিতে হবে, তাহলে সম্পর্ক টেকসই হবে। যা আমাদের জন্য ভাল তা আপনাদের জন্য ভাল, আবার যা আপনাদের জন্য ভাল তা আমাদের জন্য ভাল, এই নীতিতে এগিয়ে যেতে হবে, সন্দেহের কোন জায়গা নেই, আমাদের অনেক পথ যেতে হবে উল্লেখ করে ক্ষেত্র মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন দোরাইস্বামী।

শিলচর রেলস্টেশনে দুটি লিফটের উদ্বোধন এবং ১০০ ফুট উঁচু স্মারকস্তম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন সাংসদ রাজদীপ

শিলচর (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঐতিহাসিক শিলচর রেল স্টেশনে দুটি লিফট (যাত্রী উত্তোলক)-এর উদ্বোধনের পাশাপাশি ১০০ ফুট উঁচু স্মারকস্তম্ভে পতাকা (মনুমেন্টাল ফ্ল্যাগ) উত্তোলন করলেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়। ৩০ ফুট বাই ২০ জাতীয় পতাকা স্মারকস্তম্ভে গোটা বছর উড্ডীন থাকবে।

মঙ্গলবার বিকেলের দিকে রেল স্টেশনে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় লিফট দুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে স্টেশনের প্রবেশপথে 'শহিদ স্মৃতি স্মারক'-এর পাশে ১০০ ফুট উঁচু স্মারকস্তম্ভে ৩০ ফুট বাই ২০ ফুট বিশাল তেরঙা স্মারক-পতাকা উত্তোলন করেন। শিলচর স্টেশনের এক এবং দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুটি লিফটের সূচনা হওয়ায় যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সাংসদ ডা. রায় বলেন, ভারতীয় রেল পরিষেবার অধীনে প্রতিদিন তিন কোটি মানুষ উপকৃত হয়ে থাকেন। কিন্তু করোনা অতিমারির জন্য প্রায় এক বছর দেশে রেল পরিষেবা বন্ধ থাকে। এটি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে। ১২ লক্ষের কাছাকাছি রেল বিভাগের কর্মী রয়েছেন। সাংসদ রায় বলেন, ব্রিটিশ শাসনকালে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু দেড়শো বছরের পুরনো রেল পরিষেবার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে। সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেল পরিষেবাকে সম্প্রসারণ করে ভারতবাসীকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একসূত্রে গাঁথা সম্ভবপর হয়েছে।

শিলচর-লামডিং ট্র্যাকে ১৯৯৬ সালে বিজি লাইনের কাজের সূচনা হলেও দীর্ঘ ১৮ বছরে কংগ্রেস এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৎপরতায় মাত্র এক বছরের মধ্যে শিলচরে ব্রডগেজের ইঞ্জিন পৌঁছেছিল। পরবর্তীতে ছয় মাসের মধ্যে যথারীতি বিজি ট্রেন যাতায়াত করছে। তিনি আরও বলেন, শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রীদের সুবিধার্থে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সপ্তাহখানেক আগে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সাথে একান্তভাবে আলোচনা করেছিলেন তিনি। মন্ত্রী গোয়েল তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছেন বলে জানান রাজদীপ।

এনএফ রেলের জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার, লামডিং ডিভিশনের ম্যানেজার সহ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সভা করে শিলচর স্টেশনের বেশকিছু সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সাংসদ রায় জানান, শীঘ্রই শিলচর স্টেশন থেকে গুয়াহাটি ও আগরতলার পর্যন্ত ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হবে। এছাড়া দিল্লি-গুয়াহাটি রাজধানী এক্সপ্রেস শিলচর পর্যন্ত আসার জন্য রেলমন্ত্রক চিন্তাভাবনা করছে বলে জানান সাংসদ। আগামী ডিসেম্বর নাগাদ শিলচরে মাল্টি ফুড কোর্ট চালু হবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য সুষ্ঠু পার্কিং এবং স্টেশনের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে ইনলেট আউটলেটে রাস্তার ব্যবস্থার পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের উভয় দিকে উপরের পিপি সিটের কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

আজকের অনুষ্ঠানে লামডিং ডিভিশনের এডিআরএম সুরাতা জানি বলেন, বরাক উপত্যকার বদরপুর সহ অন্যান্য স্টেশনে একইভাবে লিফটের কাজ করা হয়েছে। শিলচর স্টেশনকে পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে ঢেলে সাজাতে প্রয়াস জারি রেখেছেন রেল কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এপিজিসিএল-এর বরাক উপত্যকার ডিরেক্টর নিত্যভূষণ দে, লামডিং ডিভিশনের ডিইএন আবলিশ কুমার মিনা, বদরপুর জংশনের এআরএম এস উমেশ, শিলচর স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট বিপ্লব দাস, সিনিওর টিটিই ভজন সরকার প্রমুখ।

হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির উদ্যোগে ধুপতলিতে মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। সামাজিক কর্মকাণ্ডে বরাবরই এগিয়ে উদয়পুরের হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটি। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রবিবার উদয়পুর কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্র অধীন প্রত্যন্ত ধুপতলি বাজারে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করলো হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটি। সহযোগিতায় ছিলো ধুপতলি এডিসি ভিলেজ। এদিন সকাল দশটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়, জীতেন মজুমদার, বিশ্বজিত সরকার, উমাকান্ত বিশ্বাস, হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সভাপতি সৌতম দাস প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সম্পাদক জয়দীপ পোদ্দার। এই স্বাস্থ্য শিবিরে গোমতী জেলা হাসপাতালের মেডিসিন, অস্থি, স্ত্রী রোগ, শিশু, নাক কান গলা সহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনানুসারে রোগীদের মধ্যে ঔষধপত্র বিতরন করেন। এদিন এই স্বাস্থ্য শিবিরে কাকরাবন বিধানসভা কেন্দ্র অধীন বিভিন্ন এলাকার কয়েক শতাধিক জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহন করেন। এদিন বিনামূল্যে সুগার পরীক্ষাও করা হয়। এদিকে এদিন ধুপতলি বাজারে এক স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিও করে হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। তাছাড়া এদিন স্বচ্ছ গ্রাম সবুজ গ্রাম ও করোনা মহামারী নিয়ে সচেতনতামূলক পোস্টারিংও করা হয়। এদিন হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির এই উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং সাধুবাদ জানান মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় সহ স্থানীয় লোকজন। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে গ্রামীন এলাকায় সুষ্ঠু চিগিৎসা পরিষেবা পৌছে দিতেই এই উদ্যোগ এবং আগামী দিনেও এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি জারি থাকবে বলে এদিন জানান হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সম্পাদক জয়দীপ পোদ্দার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

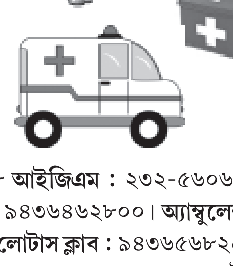

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পিটিজি দপ্তরের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। টিআরপি ও পিটিজি দপ্তরের (আদিম জাতি কল্যাণ দপ্তর) উদ্যোগে আজ ২২/০২/২০২১ , উদয়পুর মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চল পূর্ব-দক্ষিণ মহারানী এডিসি ভিলেজের ডুকসিংবাড়ি গ্রামে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় । দপ্তরের দক্ষিণ ত্রিপুরা ডিভিশনের মেডিকেল ইউনিট শিবিরটি পরিচালনা করে। দপ্তরের চিকিৎসক ডাঃ অভ্র বর্মন শিবিরে উপস্থিত সকল জনজাতি মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। আজকের স্বাস্থ্য শিবিরে ম্যালেরিয়া টেস্ট, সুগার টেস্ট সহ অন্যান্য প্পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দপ্তর এর তরফ থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপস্থিত সকল গ্রামবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে ফেস মাস্ক, স্যানিটাইজার, ডেটল সাবান , টুথপেস্ট, টুথব্রাশ বিতরণ করা হয়। দুর্গম পাহাড়ি জনপদ গুলিতে বসবাসকারী জনজাতিদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য, তাদের হাতের নাগালে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজকের এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন। প্রায় ৭৫ জন রিয়াং জনজাতি অংশের মানুষরা আজকের শিবিরে অংশগ্রহণ করে পরিষেবা নেন এবং উপকৃত হন। দপ্তরের হাচুপাড়া রেঞ্জের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী দীপক সিনহা মহাশয় শিবির আয়োজনের ব্যবস্থাপনা করেন।

খিলপাড়া পঞ্চায়েত সচিবকে স্মারকলিপি কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। মাতাবাড়ি ব্লকের মধ্যে খিলপাড়া পঞ্চায়েত ছিলো সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েত। পরবর্তীতে এই খিলপাড়া পঞ্চায়েতকে ভেঙে খিলপাড়া ও পশ্চিম খিলপাড়া পঞ্চায়েত নামে নতুন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হয়। আজ মঙ্গলবার সাত দফা দাবির সমর্থনে উদয়পুর পশ্চিম খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব কে স্মারকলিপি প্রদান করলো সারা ভারত কৃষক সভা পশ্চিম খিলপাড়া ইউনিট কমিটি। আঠারোর বিধানসভা নির্বাচনের এগারো মাস আগে থেকে আজ অব্দি এই দুই পঞ্চায়েতে গড়ে বৎসরে রেগা শ্রমিকরা বিশ দিনের বেশি কাজ করতে পারেন নি।সমতল জায়গা বলে নেতৃত্বরা অজুহাত তুলে কি বাম কি রাম আমলে রেগা শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সুখ সাগর জলার ক্যানেল ও সাব ক্যানেল গুলি দ্রুত সংস্কার সাধন করা, সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের রেগার কাজ দেওয়া, খিলপাড়া বাজারের কাছে একটি যাত্রী বিশ্রামাগার এবং একটি শৌচাগার নির্মান করা সহ মোট সাত দফা দাবীর সমর্থনে স্মারকলিপি প্রদান করেন সারা ভারত কৃষক সভা পশ্চিম খিলপাড়া ইউনিট এর নেতৃত্বরা।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর গোমতী জেলার উদ্যোগে গোমতী জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় 'আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ' এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বিষয়ক এক দিবসীয় সচেতনতা মূলক কর্মশালা। এই কর্মশালা উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি যথাক্রমে স্বপন অধিকারী এবং দেবল দেবরায়, কাকরাবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া সাহা, কৃষি দপ্তরের গোমতী জেলার উপ অধিকর্তা প্রিয়ব্রত বৈদ্য, উদ্যান বিভাগের গোমতী জেলার উপ অধিকর্তা দীপঙ্কর দেব সহ দপ্তরের কৃষি তত্ত্বাবধায়কগন সহঅন্যান্য কৃষি আধিকারিকগন।এই কর্মশালায় গোমতী জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জন সফল চাষী উপস্থিত থেকে কর্মশালাকে সফল করে তুলেছেন বলে কৃষি আধিকারিকরা অভিমত ব্যক্ত করেন। খুশির আবহ পরিলক্ষিত হয় উপস্থিত সফল কৃষকদের মধ্যেও।

তালিকা প্রকাশিত

● **প্রথম পাতার পর**

ভোটার ১৬,৭১৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৯০৭ জন। ৩-দশদা-কাঞ্চনপুর কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৩,২৩২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৭৯০ এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১৬,৪৪২ জন। ৪-করমছড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৮,৯৯৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৯,৭০৫ জন এবং মহিলা ভোটার ১৯,২৮৯ জন। অন্য ভোটার রয়েছেন ১ জন। ৫-ছামনু (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৯,২০৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৭৯২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,৪১৭ জন। ৬-মনু-ছৈলেংটা কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩০,৮৬৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৫,৫২৭ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৩৪০ জন। ৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,২০৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,১৮৬ জন এবং মহিলা ভোটার ১৬,০২২ জন।

৮-গঙ্গানগর-গণ্ডাছড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৪,৮৭২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,৭৭৮ জন এবং মহিলা ভোটার ১২,০৯৩ জন। অন্য ভোটার রয়েছেন ১ জন। ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,২৫৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৩২০ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৯৩৯ জন। ১০-কুলাই-চাম্পাহাওর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,০৯০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,০৬৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৬,০২৭ জন। ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৮,৬৮০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৩০০ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,৩৮০ জন। ১২-রামচন্দ্রঘাট (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৮,৬৬৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৪২২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,২৪৭ জন। ১৩-সিমনা-তামাকারি (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৪,৪১৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,১১৭ জন এবং মহিলা ভোটার ১২,৩০০ জন। ১৪-বোধজংনগর-ওয়াকিনগর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৬,৯৫০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩,৫৪৫ জন এবং মহিলা ভোটার ১৩,৪০৫ জন। ১৫-জিরানীয়া (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৯,৪৭৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৫৬৭ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,৯০৮ জন। ১৬-মান্দাইনগর-পুলিনপুর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৭,৪৫৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩,৬১৫ জন এবং মহিলা ভোটার ১৩,৮২৩ জন।

১৭-পেকুয়ারজলা-জম্মেজয়নগর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৭,২২৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩,৯৬২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৩,২৬৩ জন। ১৮-টাকারজলা-জম্পুইজলা (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ১৯,৮৫৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৯,৮৪৪ জন এবং মহিলা ভোটার ১০,০১৪ জন। ১৯-আমতলি-গোলাঘাটি (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৬,১৯৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৮,৯৭৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৮,০২৪ জন। ২০-কিল্লা-বাগমা (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৯,৫২২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৫১৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,০০৯ জন। ২১-মহারাণী-চেলাগাঙ (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২২,৬৭৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১১,৩০৯ জন এবং মহিলা ভোটার ১১,৩৬৭ জন। ২২-কাঁঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪১,১৪৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২১,০০৫ জন এবং মহিলা ভোটার ২০,১৪২ জন। ২৩-অম্পিনগর (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৯,৩০৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৪৯৩ জন এবং মহিলা ভোটার ১৪,৮১০ জন। ২৪-রাইমাভ্যালী (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ২৭,৮৮৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪,৩৮৭ জন এবং মহিলা ভোটার ১৩,৪৯৯ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১ জন। ২৫-নতুনবাজার-মালবাসা (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৮,৬২০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৯,৪০২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৯,২১৮ জন। ২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসি (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩২,৭১৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬,৪৫২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৬,২৬৬ জন। ২৭-পূর্ব মহুরীপুর-ভুরাতলী (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৪,১২৪ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৭,৫৩৪ জন এবং মহিলা ভোটার ১৬,৫৯০ জন। ২৮-শিলাছড়ি-মনুবনকুল (এসটি) কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৭,৩৮৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৯,১৩২ জন এবং মহিলা ভোটার ১৮,২৫৬ জন।

অনুমতি দিল আদালত, ৯ মার্চ অবধি মুম্বই পুলিশের হেফাজতে রবি পূজারি

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছোটা রাজনের 'ডান হাত' গ্যাংস্টার রবি পূজারিকে নিজেদের হেফাজতে নিল মুম্বই পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে রবি পূজারিকে বেঙ্গালুরু থেকে নিয়ে আসা হয়। ২০১৬-র গাজালি হোটেলে গুলি চালানোর মামলায় রবিকে নিজেদের হেফাজতে পাওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল মুম্বই পুলিশ। এই মামলায় মঙ্গলবার রবিকে মুম্বইয়ের দায়রা আদালতে তোলা হয়, আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত রবিকে মুম্বই পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক।

২০২০-র ফেব্রুয়ারি থেকে বেঙ্গালুরু পুলিশের হেফাজতে ছিলেন রবি। গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুর আদালত রবিকে মুম্বই পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি দেয়। ২০১৬ সালে গাজালি হোটেলে গুলি চালানোর মামলায় অভিযুক্ত গ্যাংস্টার রবি। দু'দশকেরও বেশি সময় ফেরার থাকার পর ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে বেঙ্গালুরু পুলিশের বিশেষ দল রবিকে সেনেগাল থেকে গ্রেফতার করে। তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় বেঙ্গালুরু পুলিশ। এবার মুম্বই পুলিশ রবিকে নিজেদের হেফাজতে পেল। রবির বিরুদ্ধে একাধিক খুন, তোলাবাজি-সহ ৪৯টিরও বেশি মামলা ঝুলছে। ১৯৯৪ থেকে রবি বেপাত্তা। কখনও নেপাল, কখনও ব্যাঙ্কক তো কখনও আবার বুরকিনা ফাসো এবং উগান্ডায় নাম বদলে থাকছিলেন বলে দাবি পুলিশের।

মাইগঙ্গা উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের মাইগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মাইগঙ্গা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে এবার অভিযুক্ত তুলেন শাসক দলের কার্যকর্তা সহ গ্রামের একাংশ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ।

অভিযোগ হলো ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছে না এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে। এমনও অভিযোগ তুলেন যে গ্রামের একাংশ জনগণ যখন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো রোগের ঔষধ নিতে বা পরামর্শ নিতে আসেন তখন এসে তারা দেখতে পান যে মাইগঙ্গা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা সেই গুনধর প্তঞ্চঢ অনিতা বিশ্বাস সঠিক সময় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলে না। সরকারি নিয়ম অনুসারে যখন দশটা থেকে এগারটার মধ্যে খোলার কথা থাকলেও সোমবার এর ব্যতিক্রম চিত্র পরিলক্ষিত হয় এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ১১:১৫ বাঁচতে চলছিল তখনও সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দরজায় তালা ঝুলছে। ঠিক কি কারণে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা সত্বেও সঠিক সময় তা খুলা হচ্ছে না কিংবা পরিষেবাও পাচ্ছে না সেই গ্রামের মানুষ। দীর্ঘ দিন ধরে এই পরিস্থিতি নিয়ে যখন চলছিল তখন শাসক দলেরই তথা মাইগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নকুল সরকার সহ খোয়াই জেলার এসসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শ্রী নিত্যব্রত সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পান। সেই সম্পর্কে বলতে গিয়েঅনিতা বিশ্বাস এর দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড সহ সঠিক সময়ে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র না খোলার বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন।

তাদের দাবি একটাই, যাতে করে সুষ্ঠ ভাবে পরিষেবা পেতে পারেন এই মাইগঙ্গা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্থানীয় মানুষজন। এখন দেখার বিষয় সংবাদ মাধ্যমে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কবে নাগাদ সঠিক পরিষেবা পায় এলাকার মানুষজন। এবং গুণধর এমপিডব্লিও অনিতা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ছাত্রছাত্রীরা

● **প্রথম পাতার পর**

থাকলেও প্রতিদিন একজন শিক্ষক বিদ্যালয় আসেন। অন্যান্যরা গরহাজির থাকছেন।এর ফলে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা টিলাবাজার- বাবুর বাজার রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দু'পাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে ইরানি থানার ওসি আলমগীর হোসেন এবং কৈলাশহর স্কুল পরিদর্শক অফিস থেকে আধিকারিক নজরুল ইসলাম গনি ও জেলাশাসক অফিস থেকে ডিসিএম ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অবরোধ স্থলে ছুটে এসে ডিসিএম আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিশ্রুতি দেন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ডিসিএম এর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্যালয় এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে এবং যেসব শিক্ষক রয়েছেন তারা নিয়মিত স্কুলে এসে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ গ্রহণ না করলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিপ্লব দেব

● **প্রথম পাতার পর**

আজ তিনি জানতে চেয়েছেন, দেশ দুনিয়াকে দিশা দেখানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মহান বাংলা কেন আজকে পিছিয়ে গেল? এর জবাব কমিউনিস্ট পার্টি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে দিতে হবে। তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদের এখন প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হবে। তৃণমূলের কর্মীর বাড়িতেও পরিবর্তনের কথা পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সবাই তৃণমূল ছাড়ার জন্য এবং পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

দশ লক্ষাধিক

● **প্রথম পাতার পর**

সেখান থেকে লরিটি মুঙ্গিয়াকামি থানায় নিয়ে আসা হয়। থানার সামনে এনে লরিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে ৫৩০০ বোতল ফেনডিল উদ্ধার করা হয়েছে। লরি চালক মোহাম্মদ কমী এবং সহ চালক জরবিদকর আহমেদকে আটক করা হয়েছে। তাদের বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় কলকাতার লোকনাথ ট্রান্সপোর্ট থেকে সামগ্রী বোঝাই করে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল তারা। লরিটি নম্বর জে কে ২১ এ ১২৮৫। নদী থেকে উদ্ধার করা ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

সোমবার গভীর রাতে পুলিশ এই সাফল্য পেয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর সোনা চোরাই জমাতিয়া এটি সবচেয়ে বড় ধরনের সাফল্য বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য তিনি ট্রাফিক পুলিশ ডিএসপি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। তারই সুবাদে তাকে ট্রাফিক পুলিশ থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর দায়িত্বে আনা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

সৌগত রায়

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার উন্নয়নের সামনে ১০ মিনিট টিকতে পারবেন না।"

এরপরই এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "বিপ্লব দেব একটা ফালতু লোক। উনি কোথায় কখন কী বলেন, মাথার ঠিক নেই। একসময়ে উনি এখানকার এক সাংসদের পিএ ছিলেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাত বারের এমপি, এখন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব দেবের মত মানুষের সঙ্গে বিতর্কে বসতে যাবেন কেন! ওদের মাথার ঠিক নেই, তাই এসব বলছে। নইলে সময় এখনও এতটা খারাপ হয়ে যায়নি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব দেবের সঙ্গে বিতর্কে বসবেন।"

প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগে বর্ধমানে সিপিএমের জনসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বলেছিলেন, ত্রিপুরায় গিয়ে দেখে আসুন। বিজেপি এই তিন বছরে কী সর্বনাশ করে দিয়েছে।তারপর অন্তত কয়েকটি জনসভায় মানিক সরকারের বক্তব্যকে পুঁজি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "ত্রিপুরার এক্স সিএম মানিক সরকার কী বলেছেন শুনেছেন তো? বিজেপি এসে ত্রিপুরার হাল বেহাল করে দিয়েছে।" এদিন মুলত তারই জবাব দিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

বইমেলা

● **প্রথম পাতার পর**

সরকারিভাবে ১০টি বাস পরিষেবা থাকবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বইমেলা উপলক্ষ্যে ক্রেতা, বিক্রেতা সকলকে কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি প্রত্যেকটি বইয়ের স্টলে মাস্ক ও স্যানিটাইজার রাখার অনুরোধ জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংস্কৃতিক উপ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, বইমেলার মূল ভাবনায় মেলা প্রাঙ্গণকে সাজিয়ে তোলার সার্বিক প্রয়াস করা হচ্ছে। মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবকয়টি রাজ্য সহ সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পীরা এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণ করবেন। ফলে বইমেলা হয়ে উঠবে সত্যিকারের মিলনমেলা ও সাংস্ক'তিক আদান প্রদানের কেন্দ্র। তিনি আরও বলেন, বইমেলার শাস্ত্রীয় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনের পাশাপাশি থাকবে বাউল, ব্যাণ্ড, জনজাতি, উদীয়মান শিল্পীদের উপস্থাপনা।

গুজরাটে

● **প্রথম পাতার পর**

আসন। এর মধ্যে ৬৮টি পেয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৪টি আসন। ভাবনগরে ৫২টি আসনের মধ্যে ৪৪টি পেয়েছে বিজেপি, ৮টি পেয়েছে কংগ্রেস। সব মিলিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই এদিন গেরুয়া ঝড়ে কার্যত উড়ে গিয়েছে বিরোধীরা।

মঙ্গলবার গুজরাটের পুর ভোটের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই গেরুয়া শিবিরে উল্লাসের ছবি ধরা পড়ে। দিনের শেষেও বজায় রয়েছে সেই একই ছবি। আর সেই ফলাফল নিয়ে টুইটে প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শতাধিক আসনে বিজেপি এগিয়ে যাওয়ার পরই গুজরাটকে ধন্যবাদ জানালেন মোদী। তিনি লিখেছেন, গুজরাটের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট, যে সাধারণ মানুষ উন্নয়ন ও সুপ্রশাসনের রাজনীতিতেই ভরসা রাখে। বিজেপিকে আবার জয় এনে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তিনি আরও বলেন, গুজরাটের জন্য কাজ করতে পারা আমার জন্য সবসময়ই সম্মানের।

এই ফলাফলের জন্য বিজেপির সব কর্মীদের ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এই জয় বিজেপির জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, যে দল একটি রাজ্যে দু'দশক ধরে ক্ষমতায় আছে সেই দলের কাছে ওই জয় সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

১ লক্ষ ৩৪ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, সহাকরী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, টেপানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, ভাইস চেয়ারম্যান রামচন্দ্র দেবনাথ, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের এম ডি ড. এম এস কেলে, অধিকর্তা (কারিগরি) দেবাশিস সরকার, গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরুণ কুমার রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

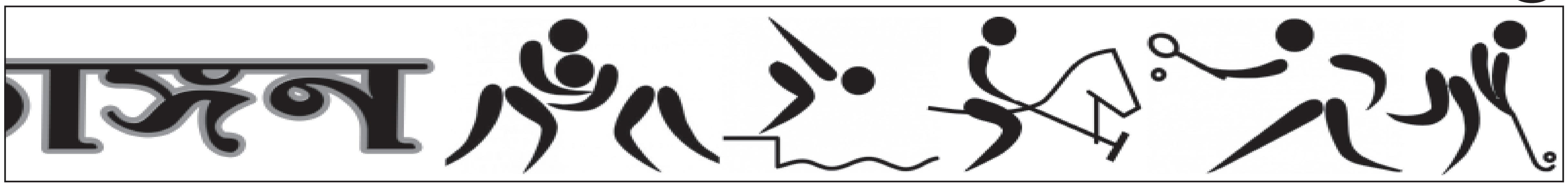

জাতীয় দলে উপেক্ষিত অশ্বিন ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন গম্ভীর

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। কোনো সন্দেহ নেই রবিচন্দ্রন অশ্বিন একজন ম্যাচ উইনার। টেস্টে অশ্বিন প্রথম একাদশে অটোমেটিক চয়েস। তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে জায়গা হারিয়েছেন বহুদিন হল। ২০১৭-র আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর রঙিন জার্সিতে আর নিয়মিত খেলেননি তিনি। মাঝে কিছু সময়ের জন্য ২০১৮-য় খেললেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপগামী দলে জায়গা করে নিতে পারেননি। সেই সময় অশ্বিন সীমিত ওভারের ফরম্যাটে মোটেই ভাল পারফর্ম করতে পারছিলেন না। সেই কারণে অশ্বিনকে বাইরে রেখে কুলদীপ যাদব এবং যুজবেন্দ্র চাহাল জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে যান। সাম্প্রতিককালে টেস্টে দুরন্ত পারফরম্যান্স করলেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যে এখনই তাঁকে ফেরানোর পরিকল্পনা নেই টিম ম্যানেজমেন্টের তা টি২০ স্কোয়াডের দল নির্বাচনেই স্পষ্ট। গুজরাটের নবনির্মিত মোতেরা স্টেডিয়ামে ভারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুই টেস্টে খেলতে নামছে। তার আগেই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে আরো একবার অশ্বিনকে ব্রাত্য করে দেওয়ার পরে মুখ খুললেন গৌতম গম্ভীর, আশিস নেহরারা।স্টার স্পোর্টসে গম্ভীর জানিয়ে দিয়েছেন, ''যে ৪০০ টেস্ট উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে এবং পাঁচটি টেস্ট শতরান রয়েছে, তাঁকে সীমিত ওভারের ক্রিকেট থেকে বাদ দেওয়া'' দুর্ভাগ্যজনক। ও একজন ক্লাস বোলার। বোলিংয়ের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য এনে বোলিং করাই ওঁর বৈশিষ্ট্য। যতদিন এবং যে পরিমাণ ও ক্রিকেট খেলেছে তাঁতে যেভাবে ও ম্যাচে প্রভাব ফেলে সেটা অবিশ্বাস্য।'' গম্ভীরের সুরেই কথা বলেছেন প্রাক্তন তারকা আশিস নেহরা। তিনি বলেছেন, ''ঘরের মাঠে এমনই প্রথমবার নয় যে অশ্বিন ম্যাচে এরকম প্রভাব বিস্তার করেছে। হোম কন্ডিশনে খেলার সময়ে যেভাবে নিজের অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলে সেখানেই আসল তফাতহয়ে যায়।''পাশাপাশি নেহরা আরো বলেছেন, ''ও বরাবর ক্রিকেটের বাধ্য ছাত্র। সবসময় শিখতে চায়। ওর কিছু ফিটনেস সমস্যা ছিল। কোচ রবি শাস্ত্রীকেও বলতে শুনেছি, ও ফিটনেস নিয়ে খাটছে। যাতে ও আরো লম্বা স্পেলে দীর্ঘক্ষণ বোলিং করতে পারে।''সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অশ্বিন ওয়ানডে এবং টি২০-তে শিকারের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫০ ও ৫২টি। আইপিএলেও নিয়মিত খেলেন। বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস স্কোয়াডের সঙ্গে রয়েছেন। টেস্টে ৩৯৪টি শিকার তাঁর। দেশের চতুর্থ বোলার হিসাবে ৪০০ টেস্ট উইকেটের মালিক হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা দক্ষিণী স্পিনারের। আহমেদাবাদে তৃতীয় টেস্টেই এই কীর্তি গড়ে ফেলতে পারেন তিনি।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে সম্মানরক্ষার লড়াইয়ে এসসি ইস্টবেঙ্গলের চিন্তা নড়বড়ে রক্ষণ

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। ডার্বি শেষ হওয়ার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। তাতেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে হারের রেশ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে লাল-হলুদ শিবিরে। এমন টেনশনের চোরাস্রোতের মধ্যে আজ আবার এসসি ইস্টবেঙ্গলের সামনে লিগের আরও এক ধারাবাহিক দল। আরও ভালভাবে বললে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে দু''দলের দুই ভিন্ন ছবি। এসসি ইস্টবেঙ্গলের কাছে যেখানে ম্যাচটা নিয়মরক্ষার মতোই। প্লে-অফে যাওয়ার আশা কয়েক দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার ডার্বিতেও ব্যর্থ হয়েছেন ফক্স-পিলকিংটনরা। ফলে এসসি ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের লক্ষ্য একটাই শেষ দুটো ম্যাচ জিতে এ বারের আইএসএল শেষ করা। পাশাপাশি নর্থইস্ট কিন্তু আত্মবিশ্বাসী মেজাজেই রয়েছে। যারা এখনও প্লে-অফে যাওয়ার দৌড়ে টিকে রয়েছে। লিগ টেবলের পাঁচ নম্বরে রয়েছে নর্থইস্ট। খালিদ জামিলের কোচিংয়ে নর্থইস্ট একের পর এক স্মরণীয় পারফরম্যান্স উপহার দিচ্ছে। ডার্বিতে হারের পর ফুটবলারদের মোটিভেট করা ঠিক কতটা কঠিন? সাংবাদিক সম্মেলনে লাল-হলুদের সহকারী কোচ টনি গ্রান্ট বললেন, ''ডার্বি হারের পর সবাই খুব হতাশ। জানি ডার্বির গুরুত্ব ঠিক কতটা। তবে এটাই ফুটবল। কিন্তু বাকি দু''ম্যাচ জিতেই আমরা শেষ করতে চাই। ফুটবলারদের আলাদা করে মোটিভেট করার কিছু নেই।'' কার্ড সমস্যায় আবার আজ খেলতে পারবেন না এসসি ইস্টবেঙ্গলের দুই তারকা বিদেশি, জ্যাক মাঘোমা ও অধিনায়ক ড্যানি ফক্স। নর্থইস্ট ম্যাচের আগে রবি ফাউলারের চিন্তা আবার দলের নড়বড়ে রক্ষণ। লাল-হলুদের রক্ষণ প্রসঙ্গে গ্রান্ট বললেন, ''আমাদের রক্ষণের ভুলেই এটিকে মোহনবাগান দ্বিতীয় গোলটা করেছিল। যে গোল ম্যাচের ছবি পালটে দেয়। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও শেষ মুহূর্তে আমরা গোল খেয়েছি। ফলে রক্ষণাত্মক দিক দিয়ে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।''

নর্থইস্টের জন্যও প্রশংসা বরাদ্দ রাখলেন লাল-হলুদের সহকারী কোচ। বললেন, ''নর্থইস্ট দারুণ দল। মরশুম শুরু থেকে ওরা খুব ভাল পারফর্ম করছে। নর্থইস্টে অনেক তরুণ প্রতিভারা আছে। ফলে চ্যালেঞ্জটা খুব কঠিন।'' লাল-হলুদ কি পারবে আজ জয় ছিনিয়ে নিতে নাকি নর্থইস্ট তার সাম্প্রতিক দুরন্ত ফর্ম বজায় রাখবে এখন সেটাই দেখার।

বিশ্ব ক্রিকেটে খুব কম দল আছে যারা ভারত থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছে: স্টোকস

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টে বিরাটদের ২২৭ রানে হারানোর পরে চেন্নাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে রুট বাহিনী ৩১৭ রানের বিরাট ব্যবধানে পরাস্ত হয়। এবার আমদাবাদের মোতেরায় দিন-রাতের মহারণে মুখোমুখি হবে দুদল। চেন্নাইয়ের স্পিন সহায়ক উইকেটের পরে মোতেরার উইকেট পেসার সহায়ক হবে বলেই অনেকের আশা।তবে ইংল্যান্ড তথা বিশ্বের অন্যতম সেরা অল-রাউন্ডার বেন স্টোকস মনে করেন একজন টেস্ট ক্রিকেটারকে সবধরনের পিচে পারফর্ম করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মোতেরার নতুন উইকেট নিয়ে তাঁর তেমন কোনও ধারনা নেই বলার পাশাপাশি তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন, এই টেস্ট জিততে রুটরা মরিয়া।স্টোকস বলেন, ''একজন ভালো টেস্ট ব্যাটসম্যান হতে গেলে আপনাকে সবধরনের পিচে খেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারত সফর বিদেশের যে কোনও ব্যাটসম্যানের কাছে কঠিন সফর। এই সফরে এসে রান করা মোটেও সহজ নয়। ইংল্যান্ড সফরের ক্ষেত্রেও এক কথা প্রযোজ্য। এটা খেলার একটা অঙ্গ এবং এই চ্যালেঞ্জ নিতে আমি ভালবাসি। দ্বিতীয় ম্যাচে যে আমি বেশি বল করিনি সেটা নিয়ে এত বেশি কিছু বলার নেই। আমি নিশ্চিত যদি পিচে সবুজ ঘাস থাকত, তাহলে আমি আরও বেশি বল করতাম।সারা বিশ্বে গোলাপি বলে খেলার সময় লাইটে এই বল একটু বেশিই সুইং করে। একদম নতুন পিচ। আমরা জানিনা এখানে বল কতটা সুইং করতে পারে।''স্টোকস আরও বলেন, '২০১২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে এখানে এসে যে সিরিজ জয় আমরা পেয়েছিলাম তা থেকে আমরা এই সিরিজের জন্য অনুপ্রেরণা নিয়েছি। ভারতে এসে এখানকার পরিবেশে সিরিজ জয় মোটেও সহজ নয়। অনেক বিদেশি দলের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।''

MEMORANDUM

The date for Notice Inviting Quotation (NIQ) for procurement of 1 (one) nos of laptop computer from the authorized suppliers vide No. F.5(5)/RD/TRLM/2019/6584-87 dated 06/02/2021 has been extended for 12 (twelve) more days i.e. 18/02/2021 to 01/03/2021 upto 3 P.M for submission of NIQ under Tripura rural livelihood mission (TRLM).
All other terms and conditions of NIQ are remaining same.

(R.Das, TCS)
Addl. Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA-C-3291/21

NOTIFICATION

Applications as per enclosed format are hereby invited from the suitable candidates towards preparation of panel for appointment to the post of Assistant Public Prosecutor in the Court of the Judicial and Executive Magistrates under Dhalai District.
Interested candidates may submit applications directly to the office of the DM & Collector, Dhalai District, Jawaharnagar within 26.02.2021 during office hours along with necessary relevant documents.

Name of Post	: **Assistant Public Prosecutor**
Total Post	: 11(Eleven) nos.
Qualification required	: A candidate must have a degree in Law from any recognized University and be enrolled as a advocate with the Bar Council of Tripura.
Eligibility	: A candidate must have experience of practice on criminal side as an Advocate for not less than 3 years.

The terms and condition for submission of application for the post of Assistant Public Prosecutor along with the format of application is available in web portal of the District Administration, Dhaiai **(dhalai.gov.in)** and in the Notice Board of the office of the DM & Collector, Dhalai District also.

(Govekar Mayur Ratilal, IAS)
District Magistrate & Collector
Dhalai District : Jawaharnagara

মাঠের পারফরম্যান্স ছাড়া খেলায় কিছু গুরুত্ব পায় না, অর্জুন-বিতর্কের আবহে বার্তা সচিনের

ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকরকে নিয়ে 'নেপোটিজম' বিতর্ক অব্যাহত। তারইমধ্যে সচিন জানালেন, যে কোনও খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে মাঠের দক্ষতাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সেই পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তিতেই সবকিছু নির্ভর করে। মাঠে খেলোয়াড়দের পূর্বপরিচয়, পারিবারিক ইতিহাস একেবারেই গুরুত্বহীন।একটি ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার পর ভার্চুয়াল আলাপচারিতায় সচিন বলেন, 'আমরা যখনই ড্রেসিংরুমে ঢুকে যাই, তখন তুমি কোথা থেকে এসেছ, দেশের কোন অংশের মানুষ, তা একেবারেই গুরুত্ব পায় না। মাঠে এটা সবার ক্ষেত্রেই সমান।' সঙ্গে যোগ করেন, 'মাঠে তোমার পারফরম্যান্স ছাড়া খেলাধুলোয় কোনও বিষয় গুরুত্ব পায় না।'এমনিতেই আইপিএল নিলামে অর্জুন দল পাওয়ার থেকেই তুঙ্গে উঠেছে 'নেপোটিজম' বিতর্ক। একটি অংশের দাবি, কেবলমাত্র সচিনের পুত্র হওয়ার কারণে অর্জুনকে ২০ লাখ টাকা দিয়ে দলে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আর পাঁচজন ক্রিকেটার হলে সেই সুযোগ পেতেন না। যদিও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, নেপোটিজমের কোনও প্রশ্নই উঠছে না। স্রেফ যোগ্যতার ভিত্তিতেই অর্জুনকে দলে নেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের ক্রিকেট অপারেশনসের ডিরেক্টর জাহির খান বলেছিলেন, ''বিষয়টা সহজভাবে দেখুন।একজন তরুণ ক্রিকেটার দলে এসেছে। ওকে ভালো খেলে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও কেমন খেলবে, সেটা এখন পুরোপুরি ওর হাতে।''ভাইয়ের পাশে দাঁড়ান সচিন-কন্যা সারা।

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF EOI FOR FINANCIAL MANAGEMENT AND TECHNICAL SUPPORT AGENCY (FMTSA).

Sealed Expression of Interest (EOI) are hereby invited from bonafied and CAG-empanelled Chartered Accountant Firms from Tripura for Financial Management and Technical Support Agency (FMTSA) of TRLM for the FY 2020-21 at Office of the CEO, TRLM, Bholananda palli, Opposite of EPF office VIP Road, Agartala, Tripura, pin- 799006. The EOI shall be received in the office of SMMU, TRLM **unto 3.00 P.M on 06/03/2021.** Detailed NIQ may be seen in the websites- www.rural.tripura.gov.in/ www.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in

ICA-C-3283/21

Sd/-illegible
(Vikas Singh, IAS)
Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

রোনাল্ডোর জোড়া গোলে অবশেষে জয় পেল জুভেন্টাস

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। রোনাল্ডোর জোড়া গোলে অবশেষে জয়ে ফিরল জুভেন্টাস। এদিন দুটি সহজ সুযোগ মিস করলেও দুটি গোল করে দলকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছে দেন এই পর্তুগিজ তারকা। নিজেদের মাঠ আলিয়াঞ্জ স্টেডিয়ামে ৩-০ ব্যবধানে ক্রোতোনেকে হারিয়ে দেয় জুভেন্টাস। গত ম্যাচে রোনাল্ডোরা পোর্তোর মাঠে ২-১ ব্যবধানে হারে। এছাড়াও তার আগের ম্যাচে নেপোলির কাছে ১-০ গোলে হার মানতে হয় ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের। পরপর দুই ম্যাচে হারের পর অবশেষে জয়ের স্বাদ পেল জুভেন্টাস।প্রথমার্ধের শুরু থেকেই জুভেন্টাস বল দখলে এগিয়ে থাকলেও প্রথম গোলের সুযোগটি পায় ক্রোতোনে। খেলার ৭ মিনিটে সতীর্থের ক্রস ডি-বক্সে পেয়ে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মিডফিল্ডার আর্কাদিউস রেকা। খেলার ২৯ মিনিটে দারুণ এক সুযোগ আসে রোনাল্ডোর সামনে। ডান দিক থেকে ফেদেরিকো চিয়েসার নিচু ক্রস কাছ থেকে পেলেও বলে ঠিকমতো পা ছোঁয়াতে পারেননি পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।এরপর খেলার ৩৭ মিনিটে চিয়েসার পাঠানো বল অ্যারন র্যামজির হেড গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে লাগে। পরের মিনিটেই এগিয়ে যায় জুভেন্টাস। আলেক্স সান্দ্রোর ক্রস থেকে হেডে গোল মুখ খুঁজে নেন রোনাল্ডো। এরপরই প্রথমার্ধের খেলার ৪৬ মিনিটে আবারও গোল করে ব্যবধান বাড়ান রোনাল্ডো। আবারও র্যামজির ক্রস থেকে হেডে গোল করেন সিআরসেভেন।এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় জুভেন্টাস। রোনাল্ডো একটি সুযোগ নষ্ট করেন। এরপর খেলার ৬৬ মিনিটে স্কোর ৩-০ করেন ম্যাককেনি। এদিনের জয়ের ফলে লিগ টেবিলে ২৪ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে জুভেন্টাস। ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার মিলান রয়েছে শীর্ষস্থানে।

দিন রাতের টেস্টের শুরু কখন, কোন চ্যানেলে দেখাবে, জেনে নিন এক ক্লিকে

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। প্রথম টেস্টে বিশ্রী হারের পরেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত। স্পিনিং ট্র্যাকেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে এনেছে ভারত। দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করে রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনরাও ''বাজে পিচ'' এর সমালোচনা উড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যাটে রোহিত-অশ্বিনের সঙ্গেই ভরসা জুগিয়েছেন ক্যাপ্টেন কোহলিও।বল হাতে দুই ইনিংসে চিপকে ভেলকি দেখিয়েছেন অশ্বিন এবং অভিষেককারী অক্ষর প্যাটেল। দুজনেই পাঁচ উইকেট দখল করেছেন দুই ইনিংসে। ব্যাটে বলে দুরন্ত পারফরম্যান্স মেলে ধরার পর অশ্বিন ছাড়া অন্য কাউকে ম্যাচ সেরা বাছা সম্ভব ছিল না। তবে এবার লড়াই আলাদা মাঠে। ভারত এখনো পর্যন্ত দুটো দিন রাতের টেস্টে খেলেছে। এরমধ্যেই বছর দেড়েক আগে ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে বাংলাদেশকে ভারত পর্যুদস্ত করলেও এডিলেডে কুতিত হার হজম করার স্মৃতি এখনো টাটকা। সেই ম্যাচের পারফরম্যান্স ভুলিয়ে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টায় নামবেন টিম ইন্ডিয়ার তারকারা। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ কবে শুরু হবে?দুই দল বুধবার ২৪ ফেব্রুয়ারি পরস্পর মুখোমুখি হবে।ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ কোথায় খেলা হবে?ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ আহমেদাবাদের নবনির্মিত মোতেরা স্টেডিয়ামে খেলা হবে। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ কখন শুরু হবে? ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ দুপুর ২.৩০ নাগাদ শুরু হবে। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ কোন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে?স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ সম্প্রচার করা হবে। ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ লাইভ স্ট্রিমিং কোথায় দেখা যাবে?

ধোনি, পন্টিংকে টপকে যেতে পারেন বিরাট

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। শেষ শতরান এসেছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে। ইডেনের মাঠে সেটাই ছিল ভারতের প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট। বুধবার শুরু হতে চলেছে আরও এক গোলাপি বলের ম্যাচ। শতরান পাবেন বিরাট কোহালি? তাঁর শতরান এবং ভারতের টেস্ট জয় ভেঙে দিতে পারে একাধিক রেকর্ড।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে শতরান পেলেই এক অনন্য রেকর্ডের একক মালিক হবেন কোহালি। অধিনায়ক হিসেবে ৪১টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিক তিনি। রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে এই রেকর্ডের মালিক কোহালি। একটি শতরান করতে পারলেই তিনি টপকে যাবেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ককে। নবনির্মিত মোতেরা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচেই কোহালির শতরান স্মরণীয় কীর্তি হবে ভারতীয় সমর্থকদের জন্য। শুধু শতরানের নয়, আরও একটি রেকর্ড গড়তে পারেন কোহালি। মোতেরায় বুধবার থেকে শুরু হতে চলা গোলাপি বলের টেস্টে জিতলে ৪ ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে সব চেয়ে বেশি টেস্ট জয়ের রেকর্ডও আসবে তাঁর ঝুলিতে।

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দখলেও ছিল দেশের মাটিতে ২১টি টেস্ট জয়ের রেকর্ড। তিনিই ছিলেন দেশের মাটিতে সব চেয়ে বেশি টেস্ট জয়ী অধিনায়ক। চেন্নাইয়ে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জিতে ধোনির সঙ্গে এক মঞ্চে বসেন কোহালি। মোতেরায় ভারত জিতলে কোহালি টপকে যাবেন অগ্রজকে।

অতিমারির ভয় সরিয়ে মেরি ফিরছেন আন্তর্জাতিক রিংয়ে

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। করোনা অতিমারির জন্য গত বারো মাস রিংয়ে বক্সিং অনুশীলন ঠিক ভাবে হয়নি তাঁর। সম্প্রতি ডেঙ্গির কারণে শরীরও দুর্বল। এই অবস্থাতেই দীর্ঘ এক বছর পরে আগামী সপ্তাহে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছেন লন্ডন অলিম্পিক্সে পদকজয়ী ভারতীয় মহিলা বক্সার মেরি কম। ৩৭ বছর বয়সি ছ'বারের বিশ্বজয়ী মেরি গত বছরের প্রায় পুরোটাই বাড়িতে অনুশীলন করে নিজেকে ফিট রেখেছেন। গত মাসে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি। গত বছর জর্ডনে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনকারী বাউটের পরে কেটে গিয়েছে দীর্ঘ এক বছর। তার পরে আগামী সপ্তাহ থেকে স্পেনে শুরু হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছেন তিনি।তার আগে সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে মেরি বলেছেন, "সফরে যেতে ভয় ছিল। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি খুব সচেতন। কিন্তু ভয় পেয়ে কত দিন থাকা যায়। এক সময়ে তো এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতেই হবে।" যোগ করেছেন, "সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য সব রকমের নিয়ম মেনে চলেছি। মুখাবরণ পরা, সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা, সুরক্ষা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন, সব করছি।স্পেনের এই প্রতিযোগিতায় মেরি-সহ আট জন টোকিয়ো অলিম্পিক্সগামী ভারতীয় বক্সার অংশ নিচ্ছেন। ১-৮ মার্চ চলবে এই প্রতিযোগিতা। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকেই স্পেনে উড়ে যাবে ভারতীয় দল। নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মেরি বলছেন, "শরীর আপাতত ঠিকঠাক রয়েছে। কোনও সমস্যা নেই। ২০২০ সালটা খুব খারাপ গিয়েছে আমার ও বাকি সকলের। ডিসেম্বর মাসে ডেঙ্গি হওয়ার পরে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। গত মাসেও ওজন বেড়ে হয়ে গিয়েছিল ৫৭-৫৯ কেজি।" যোগ করেন, "তার পরে বেঙ্গালুরুর জাতীয় শিবিরে যোগ দেওয়ার পরে দু'সপ্তাহের মধ্যেই আমার ওজন ৫১-৫২ কেজিতে ফিরিয়ে এনেছি কঠোর অনুশীলন করে। ফিরে পেয়েছি পেশিশক্তিও। নিজেকে এখন অনেক তরতাজা লাগছে। বাকিটা বলতে পারবেন আমার কোচ।

গোলাপি বলের টেস্টের আগে রাতের অনুশীলনে ব্যস্ত কোহালিরা

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। সব রকম পরিস্থিতির জন্য নিজেদের তৈরি রাখছে ভারতীয় দল। গোলাপি বলের টেস্ট মানেই দিন রাতের খেলা। সেই ম্যাচ যে দল জিতবে, সিরিজে হারের ভয় তাদের থাকবে না। সেই ম্যাচের আগে রাতের মোতেরায় আলো জ্বেলে অনুশীলন করলেন বিরাট কোহালিরা।সিরিজের শেষ ২ ম্যাচের একটিতে হারলেই, ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার আশা শেষ হয়ে যাবে। কোহালিরা অবশ্যই চাইবেন না তেমন কিছু হোক। লর্ডসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে হলে দিন রাতের টেস্টে জয় যে কতটা জরুরি তা জানে ভারতীয় দল। তাই রাতের বেলা আলো জ্বালিয়ে অনুশীলন করতে দেখা গেল কোহালিদের। ভারত অধিনায়ক ছাড়াও রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থ এবং মহম্মদ সিরাজকেও দেখা গেল রাতের মোতেরায় গোলাপি বল নিয়ে অনুশীলন করতে।শুধু ভারতের জয় নয়, কোহালির শতরানও চাইবে ভারতীয় সমর্থকরা। একাধিক রেকর্ড রয়েছে ভারত অধিনায়কের সামনে। আশা করা যায় মোতেরার দর্শকদের সামনেই সেই রেকর্ড গড়তে চাইবেন তিনিও। চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে বড় জয় এসেছিল স্পিনারদের সাফল্যে। মোতেরায় যদিও পিচে ঘাস থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

সন্ধান চাই

Ref :- Srinagar PS G. D Case Entry No-02, . dated-11/02/2021

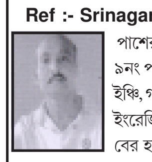

পাশের ছবিটি শ্রী রাজকুমার ঘোষ, পিতা - মৃত প্রফুল্ল ঘোষ, সাং - আনন্দনগর, ৯নং পাড়া, থানা - শ্রীনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩৮ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং - ফর্সা, পরনে - ফুল সোয়েটার এবং ট্রাউজার, গত ১০/০২/২০২১ ইংরেজি তারিখ সকাল ৯টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)-০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল-০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) শ্রীনগর থানা-০৩৮১-২৮৬-১৩২২

ICA/D/1536/21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala invites e- tender vide PNIeT No. **17/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2020-2021**, Dated **18th February, 2021** for the works detailed below:-
1/ [DNIeT No. 27/EE/Divn.I11/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 224,17,440.00]
2/ [DNIeT No. 28/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 214,53,654.00]
3/ [DNIeT No. 29/EE/Divn.I11/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 224,15,183.00]
4/ [DNIeT No. 30/EE/Divn.111/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 219,55,774.00]
5/ [DNIeT No. 31/EE/Divn.111/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 213,25,141.00]
6/ [DNIeT No. 32/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost 216,01,443.00]
Bid documents can be seen in the **website http://tripuratenders.gov.in** w.e.f. **19th February to 4th March, 2021** and last date of downloading & bidding for bids is **4th March, 2021 up to 3:00pm.**
NOTE:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. L. Goswami)
Designation: Executive Engineer
Division No-III, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura

ICA-C-3276/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 15/EE/DWS/KMP/2020-21 Dt:- 18/02/2021.

Separate. sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Colitractor's/ Firms of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate crass of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms in FORM No. 7 (seven) for the following works up to **3.00 pm on 16/03/2021.**

Sl. No	Name of work	Estimated Cost	Earnest money	Time of completion
1.	DNIT NO. 40 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 401397/-	Rs. 4014/-	03(three) Months
2.	DNIT NO. 36 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,26,925/-	Rs. 4,269/-	06(Six) Months
3.	DNIT NO. 49 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,98,397/-	Rs. 4,984/-	180 (one hundred eighty) Days
4.	DNIT NO. 50/EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,98,397/-	Rs. 4,984/-	180 (one hundred eighty) Days
5.	DNIT NO. 51 /EE/DWS/KMP /2020-21	Rs. 4,95,131/-	Rs. 4,951/-	180 (one hundred eighty) Days
6.	DNIT NO. 52 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 4,95,131/-	Rs. 4,951/-	180 (one hundred eighty) Days
7.	DNIT NO. 53 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 1,86,450/-	Rs. 1,865/-	90 (ninety) Days
8.	DNIT NO. 54 /EE/DWS/KMP/2020-21	Rs. 1,86,450/-	Rs. 1,865/-	90 (ninety) Days

Last date iktr submissiim of application for tender,form is:- (15/03/2021 d last date of lender form issue is upto:-**10/03/2021** and Tender Dropping Dote is upto 3.00 PM on **16/03/2021.**
All details can be.seen in the office of the undersigned Tender form can be obtained & may also he dropped in Agartala, DWS Division-I and pg Division Agartala.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur
Dhalai Tripura

ICA-C-3289/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মেঘা অন্বেষা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কর্ণাটকে জিলেটিন স্টিক বিস্ফোরণে মৃত ৬, তদন্তের নির্দেশ ইয়েদুরাপ্পার

চিক্কাবাল্লাপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটকের শিবমোগায় জিলেটিন বিস্ফোরণের আতঙ্ক এখনও মুছে যায়নি, এরইমধ্যে সোমবার গভীর রাতে চিক্কাবাল্লাপুরে জিলেটিন বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৬ জন। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ৩ জন। চিক্কাবল্লাপুরের হীরেনগবল্লি গ্রামের ঘটনা।

পুলিশ জানিয়েছে, খনন কাজের জন্য ব্যবহৃত জিলেটিন স্টিকগুলি ভ্যানে করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ভ্যানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তীব্র শব্দে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পরই ভ্যানের চালক পালিয়ে গেলেও, পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় প্রায় ১০০০ মিটার দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে দেহগুলি। মৃতদের নাম-ইঞ্জিনিয়ার উমাকান্ত, কম্পিউটার অপারেটর গঙ্গাধর, নিরাপত্তা রক্ষী মহেশ এবং হিসাবরক্ষক রামু ও আরও দু''জন। আহতরা চিক্কাবাল্লাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর চিক্কাবল্লাপুর ডিস্ট্রিক্ট ইন-চার্জ কে সুধাকর জানিয়েছেন, 'এই ঘটনায় আমি স্তব্ধ। এসব অবৈধ বিস্ফোরক। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্বাইও মঙ্গলবার দুর্ঘটনাস্থলে যান। মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও পদস্থ আধিকারিকদের ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কর্ণাটকের মন্ত্রী মুরুগেশ নিরানী বলেছেন, শিমোগা বিস্ফোরের পর এমন দুর্ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনার তদন্ত করবে সরকার এবং এর সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, কিছু দিন কর্ণাটকের শিবমোগায় জিলেটিন স্টিক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ৬ জনের।

শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা। কর্ণাটকের চিক্কাবল্লাপুরে সোমবার রাতের জিলেটিন বিস্ফোরণে ছ''জনের মৃত্যুতে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'কর্ণাটকের চিক্কাবল্লাপুরে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় মর্মাহত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

নাগাল্যান্ডের মন জেলায় ২৬ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

কোহিমা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের মন জেলায় আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. হর্ষ বর্ধন। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, উপমুখ্যমন্ত্রী ওয়াই পাটন, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এস পানগ্ন্যু ফোম, সাংসদ তোখেহো ইয়েপথমি সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিধায়ক এবং বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থাকবেন।
নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদনের বিষয়ে গত সেপ্টেম্বরে জানিয়েছিলেন। মূলত, জেলা হাসপাতালকেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নীত করা হবে ওইদিন।
নাগাল্যান্ড সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে। ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মন জেলায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনে মউ স্বাক্ষর হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ডে ইতিমধ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে। মন জেলায় প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রাজ্যের দ্বিতীয় মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে স্থান পাবে।

রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ঃ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রসারে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল গোমতী জেলার করবুকের প্রেম টিলায় ৪৮০ আসন বিশিষ্ট একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

তিনি বলেন, এই একলব্য বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ণ বিনামূল্যে পাঠদান করা হবে। সরকার গুনগত শিক্ষা প্রদানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই একলব্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি সংগীত, নৃত্য ও খেলাধূলার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশ হয়।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি সকলের কাছে এলাকায় শান্তি বজায় রেখে উন্নয়নের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা বলেন, সারা দেশে প্রায় ৭৫০ টি একলব্য বিদ্যালয় নির্মানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এরমধ্যে রাজ্যে ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। সাংসদ শ্রী ত্রিপুরা বলেন, রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সর্বভারতীয়স্তরে রাজ্যের নাম উজ্জল করতে পারে তারজন্য গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা বলেন, এই বিদ্যালয় নির্মাণে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ত্রিপুরা, মহকুমা শাসক এল দার্লং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক দিলীপ দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা।

ইরাকে মার্কিন দূতাবাসের কাছে আবারও রকেট হামলা

তেহরান, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইরাকের রাজধানী বাগদাদের গ্রিনজোন এলাকায় মার্কিন দূতাবাসের কাছে সোমবার আবারও দুটি রকেট আঘাত হেনেছে। কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত গ্রিনজোন এলাকায় মার্কিন দূতাবাসসহ বহু দেশের কূটনৈতিক মিশন ও ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ অফিস অবস্থিত। খবর রয়টার্সের।
ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় গ্রিনজোন সীমানার মধ্যে দুটি রকেট আঘাত হানে। এতে কয়েকটি স্থাপনার ক্ষতি হলেও হতাহতের কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।
এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই রকেট হামলার দায় স্বীকার করেনি। দুটি রকেটের মধ্যে একটি নিরাপত্তা বাহিনীর সদর দপ্তরের কাছে আঘাত হানে।
এ দরটি মার্কিন কূটনৈতিক মিশনের খুব কাছে অবস্থিত। অন্য রকেটটি গ্রিনজোনের আবাসিক এলাকার কাছে গিয়ে পড়ে এবং সেখানে বহুতল ভবনের একটি পার্কিং কমপ্লেক্স রয়েছে। এর একদিন আগে ইরাকের আল-বালাদ সামরিকঘাঁটিতে বেশ কয়েকটি কাতিউশা রকেট দিয়ে হামলা চালানো হয়।

টুলকিট মামলা ঃ জামিন পেলেন পরিবেশকর্মী দিশা

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষকদের আন্দোলন সম্পর্কিত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি টুলকিট ছড়িয়ে দেওয়ার দায়ে গ্রেফতার পরিবেশকর্মী দিশা রবির জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লির পতিয়ালা হাউস কোর্ট। মঙ্গলবার অতিরিক্ত দায়রা জজ ধর্মেন্দ্র রানা এক লাখ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আদালত রায়টি সংরক্ষণ করেন।
শুনানির সময় এএসজি এসভি রাজু বলেছিলেন যে পোয়েটিক জাস্টিস ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন খালিস্তানের পক্ষের কথা বলে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ধালিওয়াল ও অমিতা লাল। এর টুইটগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া যায়। এই সংগঠনটি খালিস্তানের পক্ষে জনগণকে প্রভাবিত করে। এই সংগঠন কৃষক আন্দোলনের সুযোগ নিতে চেয়েছিল এবং এর মাধ্যমে তার কার্যক্রমগুলি এগিয়ে নিতে চেয়েছিল। এতে দিশা রবিও যুক্ত রয়েছে।
রাজু বলেছেন, যে টুলকিটটি তৈরি করা হয়েছিল তার ষড়যন্ত্র হয়েছে কানাডা। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় অভিযোগের জন্য এগুলি যথেষ্ট। রাজু বলেন, তিনি ইন্টারন্যাশনাল ফার্মার স্ট্রাইক নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গঠন করেছেন। তিনি পোয়েটিক জাস্টিস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। রাজু জানান, দিশা রবি এবং অন্য অভিযুক্তরা ১১ জানুয়ারি জুমের মাধ্যমে ধালিওয়াল ও অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
শুনানি চলাকালীন দিশা রবির পক্ষে অ্যাডভোকেট সিদ্ধার্থ আগরওয়াল বলেন যে আমরা যদি কোনও ডাকাতের কাছে মন্দিরের জন্য অনুদান চাইতে যাই, তার অর্থ এই যে আমাদের ডাকাতির বিষয়টি জানা ছিল। তিনি এও বলেন, আমরা যদি কিছু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকি এবং কিছু বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করি তবে আপনি কীভাবে আমাদের উপর তাদের উদ্দেশ্য চাপিয়ে দিতে পারেন।
আদালত রাজুকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কোনও প্রমান আছে, নাকিসন্দেহের ভিত্তিতে কেবল অভিযোগ রয়েছে। তখন রাজু বলেন, পরিস্থিতি দেখুন। খালিস্তানি আন্দোলন হিংস্র হয়েছে। আদালত তখন জিজ্ঞাসা করেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রমাণ কি? খালিস্তানি লিঙ্ক বাদে অন্যান্য তথ্য। রাজু তখন বলেন ইচ্ছার মিল থেকেই ষড়যন্ত্র হয়। আইন অনুসারে ষড়যন্ত্রের শর্ত পূরণ করা হচ্ছে। আদালত তারপরে বলে যে, এখন এটা মানতে হচ্ছে সরাসরি কোনও যোগ নেই । তখন রাজু বলেন যে পুলিশ এখনও তদন্ত করছে।
সিদ্ধার্থ আগরওয়াল বলেন যে খালিস্তানের সাথে দিশা রবির কোনও যোগসূত্র নেই। এতে অর্থের কোনও বিষয় নেই। আদালত তখন বলে যে, এটির একটি তৃতীয় দিক থাকতে পারে। শত্রুর শত্রু বন্ধু। আগরওয়াল বলেছিলেন যে, যদি কৃষকদের আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরাই বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে আমরা দোষী।
উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি আদালত দিশা রবিকে এক দিনের পুলিশ হেফাজতে প্রেরণ করেন। এর আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি, দিশা রবিকে তিন দিনের জন্য বিচারিক হেফাজতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি, দিল্লি হাইকোর্ট দিশা রবির আবেদনের শুনানি করতে গিয়ে নিউজ চ্যানেলগুলির সম্পাদকদের সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক, যাতে তথ্য দেওয়ার সময় কোনও তদন্তপ্রভাবিত না হয়। বিচারপতি প্রতিভা সিংয়ের একটি বেঞ্চ বলেছিল যে গোপনীয়তার অধিকার, দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

অসমে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এখনই লকডাউনের পরিস্থিতি হয়নি, বলেছেন হিমন্তবিশ্ব

হোজাই (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মোটেও শঙ্কিত নন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ প্রসঙ্গে এক জিজ্ঞাসার জবাবে রাজ্যে ফের লকডাউনের কোনও পরিস্থিতি এখনও হয়নি বলে দাবি করেন মন্ত্রী।
এখানে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে মন্ত্রী বলেন, যখন দৈনিক ৩,৫০০ জন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছিলেন, তখনও সরকার লকডাউন ঘোষণা করেনি। ১৪ এবং সাতজন আক্রান্তহলে কি লকডাউন দিতে হবে? পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে আরও বলেন, নতুন করে কোভিড প্রটোকলেরও প্রয়োজন নেই। তবে সামাজিক ব্যবধান এবং মুখে মাস্ক পরতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হিমন্তবিশ্ব শর্মা।
অসমে করোনা সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে বলে বড় বেশি প্রচার হচ্ছে। গতকাল ১৪ জন এবং পরশু সাতজন আক্রান্ত হয়েছেন। তাই চিন্তার কোনও অবকাশ নেই। করোনাকে নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। পরবর্তীতে প্রয়োজনে বিস্তৃতভাবে জানাবেন, বলেছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।
প্রসঙ্গত, আজ হোজাই এসেছেন রাজ্যের অর্থ স্বাস্থ্য শিক্ষা পূর্ত ইত্যাদি দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কৃষ্ণনগরের দুই গৃহস্থ সজল দেব এবং পবন ভিমচেরিয়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে 'জনসম্পর্ক' গড়েছেন। দুপুরের দিকে জোড়াপুখুরিতে গিয়ে নবনির্মিত ২০০ শয্যার সরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন ড় হিমন্তবিশ্ব। এর পর একটি প্রকাশ্য জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। সভা শেষে হোজাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি।
শেষ ২৪ ঘন্টায় ৬.৭৮-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.২২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৬,৭৮,৬৮৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,২২,৩০,৪৩১-এ পৌঁছে গেল।

প্রতীক্ষা শেষ কোভিডের টিকাকরণ শুরু আফগানিস্তানে

কাবুল, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আফগানিস্তানেও শুরু হয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। মঙ্গলবার আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে সরকারিভাবে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। শুরুতে টিকা দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানের সুরক্ষা বাহিনী, সাংবাদিক এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের।
প্রথম পর্যায়ে ৫ লক্ষ ডোজ দেওয়া হবে। আফগানিস্তানের আশরাফ ঘানি জানিয়েছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষকে যাতে টিকা দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করা হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারত থেকে ৫,০০,০০০ ডোজ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পেয়েছে আফগানিস্তান। ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছে এই ভ্যাকসিন।

পেট্রোপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি কি পরিবর্তন ? বিজেপিকে প্রশ্ন সুস্মিতার

কালাইন (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেসের 'আসুন অসম বাঁচাই' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কালাইনে সংগঠিত হয়েছে বাইক রেলি, পদযাত্রা, জনসভা। মাত্রাতিরিক্ত পেট্রোপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে চলেছ বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে অসম বাঁচাও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কংগ্রেস।
আজ মঙ্গলবার কংগ্রেসের 'আসুন অসম বাঁচাই' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কালাইনে বাইক রেলি ও পদযাত্রার আয়োজন করেছে দল। শিলচর-কালাইন রোডের সেউতি থেকে কালাইন পর্যন্ত বিশাল বাইক রেলি করে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবকে কালাইন বাজারের সুমো স্ট্যান্ডে নিয়ে আসা হয়। পরে কালাইন সুমো স্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রা করে দলীয় কর্মী নেতারা ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে কলেজ রোডের কালীবাড়ির সম্মুখে গিয়ে জড়ো হন। কালীবাড়ি থেকে ঘুরে এসে কালাইন বাজার তেমাথার ঈদগা মসজিদ পর্যন্ত আসেন।
কালাইন বাজারের তেমাথায় বিজেপি সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার নজির তুলে ধরে একের পর এক বাক্যবাণে শাসক দলকে বিদ্ধ করেন কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব। তিনি বিজেপির প্লাস হান্ড্রেড প্লাস স্লোগানের উপহাস করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরলে প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও ১০০ প্লাস হবে। এছাড়া বিজেপি সরকারের সময় দ্রব্যমূল্য সবচেয়ে বেশি হয়েছে। রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে পেট্রোপণ্য তথা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিসের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির কোপে পড়ে অসংখ্য গরিব অসহায় মানুষ কীভাবে বিপাকে পড়ছেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুস্মিতা দেব। তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে বরাক উপত্যকার বেকার যুবক যুবতীরা সম্পূর্ণভাবে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। গুয়াহাটিতে ঘটা করে বিভিন্ন বিভাগের শূন্যপদে চাকরির নিয়োগপত্র বণ্টন করা হয়েছে। এতে বরাকের উপযুক্ত প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছেলেমেয়েদের নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মারা। আর বরাক উপত্যকার বেকার যুবক যুবতীদের সঙ্গে বঞ্চনা করার এমন চাক্ষুষে ঘটনাবলিতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন বরাকের বিজেপি দলের টিকিটে নির্বাচিত আটজন বিধায়ক, দুই সাংসদ।
বিধায়ক সাংসদদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে সুস্মিতা তাঁদের কাছে জানতে চান, বরাকের ভোটারদের ভোটে বিজয়ী বিধানসভা ও লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন।

টিইউএলএম প্রকল্প নিয়ে আগরতলায় র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

উইঘুর মুসলিমদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাল চিন

জেনাভা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এবং গোটা প্রক্রিয়া যথাযথ আইন মেনেই চলছে। গণহত্যা, বন্দিশিবিরে জোর করে কাজে বাধ্য করা ও ধর্মীয় নিপীড়নের অভিযোগ উড়িয়ে উইঘুর মুসলিম নিপীড়ন ইস্যুতে এমনটাই জানিয়েছে চিন। সেই সঙ্গে চিনে সংখ্যালঘুরা কতটা 'সুরক্ষিত', তা দেখতে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছে চিন।
২০০৯ সালে শিনজিয়াং প্রদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা হওয়ার পর থেকেই উইঘুর মুসলিমদের উপর রাশ টেনেছে চিন। সেখানে উইঘুর ও অন্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর জুলুমের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তবে সেসব অভিযোগ উড়িয়ে সোমবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই বলেন, "উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এবং গোটা প্রক্রিয়া যথাযথ আইন মেনেই চলছে। সেখানে বিগত চার বছরে কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। শিনজিয়াংয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের সাক্ষী উইঘুর মুসলিমরা। এসব থেকে সাফ বোঝা যায় যে সেখানে গণহত্যা, বন্দিশিবিরে জোর করে কাজে বাধ্য করা ও ধর্মীয় নিপীড়নের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন অভিযোগ চিনের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে আনা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "শিনজিয়াংয়ের দরজা সবসময় খোলা রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মানুষ এখানে এসেছেন। তাঁরা সরেজমিনে দেখে, সত্যি কী তা জানেন। চাইলে সেখানে যেতে পারেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদের আধিকারিকরা।"
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে বিবিসির তরফে এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, বন্দিশিবিরে থাকা মুসলিম মহিলাদের উপর পরিকল্পনা করে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে চিন। সেই রিপোর্টকে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। এর আগেও শোনা গিয়েছিল, মুসলিম মহিলাদের জোর করে অপারেশন করে বন্ধ্যা করে দেওয়া হচ্ছে কিংবা গর্ভপাত করানো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমালোচিত হলেও তা নিয়ে বিশেষ হেলদোল নেই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের। মানবাধিকার সংগঠন অ্যামেনেস্টি কিংবা ইসলামিক দেশগুলির সংগঠন সবাই এই বিষয়ে বেজিংয়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও লাভ হয়নি কোনও।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।